সুন্দরবনের প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা

পরিকল্পনার হাতবই

সুন্দরবনের প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা
পরিকল্পনার হাতবই

ওয়েল্টহুঙ্গারহিলফে । প্রসারি । ডিআরসিএসসি

সহায়তা দ্বীপাঞ্জলি - পশ্চিমবঙ্গ সরকার । অর্থনৈতিক সহযোগিতা ও উন্নয়ন মন্ত্রণালয় (BMZ)- জার্মানি

সুন্দরবনের প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা - পরিকল্পনার হাতবই

প্রথম প্রকাশ - ফেব্রুয়ারী ২০২২

সম্পাদনা - অংশুমান দাশ, ওয়েল্টহুঙ্গারহিলফে

সংকলন - প্রসারি ও ডিআরসিএসসি

চিত্রায়ণ - মানব পাল

রূপায়ণ - অভিজিত দাস

সহায়তা
পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ সরকার
উঃ ও দঃ ২৪ পরগণা জেলা এম জি এন আর ই জি এ সেল
বি এম জেড - জার্মান সরকার

এই হাতবইয়ের যে কোনও অংশ ব্যবসায়িক উদ্দেশ্য ছাড়া যে কোনও প্রয়োজনে ব্যবহার করা যাবে।

সূত্রপাত

যে কোনও ক্ষেত্রের উন্নয়নের পরিকল্পনার জন্য যা প্রয়োজন তা হল ইচ্ছা, দিশা এবং রূপায়ণের পদ্ধতি সম্পর্কিত জ্ঞান। এই বইটিতে সংশ্লিষ্ট সুশীল সমাজীয় সদস্যরা তাঁদের দীর্ঘ অভিজ্ঞতা থেকে দ্বিতীয় এবং তৃতীয় বিষয়ে একটি স্পষ্ট রূপরেখা স্থাপন করেছেন।

ইচ্ছাটি হতে হবে অবশ্যই গ্রামবাসীর নিজেদের, কারণ তাঁরাই তাঁদের গ্রামের চরিত্র — ভৌগলিক এবং সামাজিক — সম্বন্ধে সম্যক জানেন। কিন্তু পরিকল্পনার জন্য কোন পদ্ধতি আদর্শ এবং কেন এই পদ্ধতি গ্রহণীয় — সুন্দরবনের প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যের প্রেক্ষিতে খুব সহজ ভাষায় সেটি ব্যখ্যা করা হয়েছে। সকল গ্রামবাসী সহ সহায়ক দলের পক্ষে সুস্থায়ী কৃষির উপযোগী সমস্ত উপকরণের ধারণাই তাই প্রাঞ্জল হয়ে উঠেছে। যেন এই বইটি পড়তে পড়তেই মাঠের মধ্যে দিয়ে সকলে হেঁটে যাচ্ছি, সামাজিক আর সম্পদ মানচিত্র আঁকা হয়ে চলেছে — পুকুরের জল কোথায় শ্যাওলায় ঢাকা, আর বাঁশবনের পাশে কোন গরিবের কুটির দেখা যায়, পতিত জমি কোথায় পড়ে আছে — সবই যেন এক চলন্ত পরামর্শে সজীব হয়ে উঠেছে। অন্যদিকে কোথায় লবণাক্ত জল থেকে ধান বাঁচাব কীভাবে, কীভাবে বাজারে নেওয়া যাবে শস্য, সবজির বেড়া কতটা লাভজনক, জুটের বস্তার মত জিনিস ব্যবহারে কী কী সুবিধা — সবই এই হাত বইতে জীবন্ত পরিকল্পনার পথ দেখিয়ে চলেছে।

দ্বীপাঞ্জলি প্রকল্প রূপায়ণের মাধ্যমে সুন্দরবনের বিপন্ন কৃষি বাস্তবতাকে কীভাবে উন্নয়নের ধাপগুলি পেরিয়ে সচ্ছলতায় উত্তীর্ণ করার যায় তার একটি সম্পূর্ণ সহজ পাঠ এই পরিকল্পনার হাত বই।

এই প্রকল্প সফল হোক। সুন্দরবনের মানুষের জীবন ও জীবিকা নিশ্চিত হোক, সুস্থিত হোক। আমাদের আশা, এই হাত বইটি যে কোনো গ্রামোন্নয়ন কর্মীর পক্ষে একটি অত্যন্ত উপযোগী সহায়ক গ্রন্থ হিসেবে গৃহীত হবে।

ওয়েল্টহুঙ্গেরহিল্ফে, প্রসারি এবং ডি আর সি এস সি এই সাড়া জাগানো উদ্যোগটি সর্বজনস্বীকৃত এবং নন্দিত হোক, এই আকাঙ্খা নিয়ে –

শুভানুধ্যায়ী

শুক্তিসিতা ভট্টাচার্য
বিশেষ সচিব, পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তর
পশ্চিমবঙ্গ সরকার
এবং
অতিরিক্ত নির্বাহী আধিকারিক
পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য গ্রামীণ আজীবিকা মিশন

কেন এই হাতবই

যে কোনও জায়গার উন্নয়নের পরিকাঠামো পরিকল্পনায় স্থানীয় মানুষের যোগদান ভীষণ জরুরি। কারণ কোনও অঞ্চলের প্রাকৃতিক সম্পদ সম্পর্কে স্থানীয় মানুষই সবথেকে ভালো জানেন – এবং যেহেতু এই সম্পদ তারাই ব্যবহার করবেন, সুতরাং পরিকল্পনাও তাঁদের সুবিধামত হওয়াটাই বাঞ্ছনীয়। সুন্দরবনের জন্য এ কথা আরও বেশি করে প্রযোজ্য।

'গ্রাম পঞ্চায়েত উন্নয়ন পরিকল্পনা' প্রকল্পে এই ধরণের অংশগ্রহণমূলক মিটিং-এর মাধ্যমে পরিকল্পনা করার কথা বলা আছে। এই মিটিং-এ পঞ্চায়েত ও ব্লক স্তরের কর্মীরা যেমন যুক্ত থাকেন, তেমনই থাকেন সাধারণ মানুষ। এছাড়াও নানা সরকারি দপ্তর ও এনজিওদের তরফ থেকেও অনেক সময় সম্পদ ব্যবস্থাপনা অর্থাৎ মাটি - জল ধরা, বাঁধ, গাছ লাগানো – এই সব বিষয়ে পরিকল্পনা ও কাজ করা হয়। অনেক সময় কোনও সামগ্রিক পরিকল্পনার রূপরেখা থাকে না বলে পরিকল্পনায় মানুষের সহযোগিতা পাওয়া যায় না। আবার অনেক সময় এর সঙ্গে ওর কোন তালমিল থাকে না, তাই কাজগুলিও খাপছাড়া হয়ে যায় – তার ফলাফল দীর্ঘস্থায়ী হয় না। একথা মাথায় রেখে পশ্চিমবঙ্গ সরকার দ্বীপাঞ্জলি প্রকল্প হাতে নিয়েছেন যাতে পরিকল্পনা থেকে রূপায়ণ – প্রতিটি ধাপে বিভিন্ন সরকারি দপ্তর, এনজিও এবং স্থানীয় মানুষের অংশগ্রহণ থাকবে।

যারা আসলে এই পরিকল্পনা করবেন তাদের জন্য সরকারি নির্দেশ অনুযায়ী এইরকম একটি সহজ হাতবইয়ের দরকার ছিল – যাতে এই হাতবইটি থেকে দেখে তারা ধাপে ধাপে পরিকল্পনা করে ফেলতে পারবেন এবং রূপায়ণের জন্য জমা দিতে পারবেন। এই বইয়ে যথাসম্ভব কম লেখা ও বেশি ছবি দিয়ে ধাপগুলি বোঝানোর চেষ্টা করা হয়েছে। আমরা বেশ কিছু প্রশিক্ষককেও তৈরি করব যারা এই হাতবই ব্যবহারে দক্ষ হবেন, অন্যকেও শেখাতে পারবেন।

ওয়েল্টহুঙ্গারহিলফে | প্রসারি | ডিআরসিএসসি

এই হাতবই-এ যা যা আছে

১. প্রকল্প পরিচয় ঃ মাটির সৃষ্টি - দ্বীপাঞ্জলি

২. দ্বীপাঞ্জলি বাস্তবায়নের ধাপ

  ২.১. ২০১৮ সালের নির্দেশ বই অনুযায়ী গ্রাম পঞ্চায়েত উন্নয়নের পরিকল্পনার মূল শর্ত

৩. অংশগ্রহণ

৪. পরিকল্পনার রূপরেখা ও ধাপ

  ৪.১. সঞ্চালক

  ৪.২. একনজরে পরিকল্পনা

  ৪.৩. পরিকল্পনার বিস্তারিত ধাপ

    ৪.৩.১. মিটিং-এর আগের কাজ - সম্পদের স্তরবিন্যাস অনুযায়ী অঞ্চলের মানুষকে শ্রেণীতে ফেলা (ওয়েল্‌থ র‍্যাংকিং)

    ৪.৩.২. প্রথম কাজ - গ্রামের মধ্যে দিয়ে হাঁটা (Transect Walk)

    ৪.৩.৩. দ্বিতীয় কাজ - সামাজিক মানচিত্র

    ৪.৩.৪. তৃতীয় কাজ - সম্পদ মানচিত্র

    ৪.৩.৫. চতুর্থ কাজ - ভবিষ্যতের মানচিত্র ও সামূহিক কাজ

    ৪.৩.৬. পঞ্চম কাজ - পিছিয়ে পড়া পরিবারের জন্য পরিকল্পনা

৫. পরিকল্পনার পরের ধাপ

৬. সম্ভাব্য কাজের তালিকা

১. প্রকল্প পরিচয় : মাটির সৃষ্টি - দ্বীপাঞ্জলি

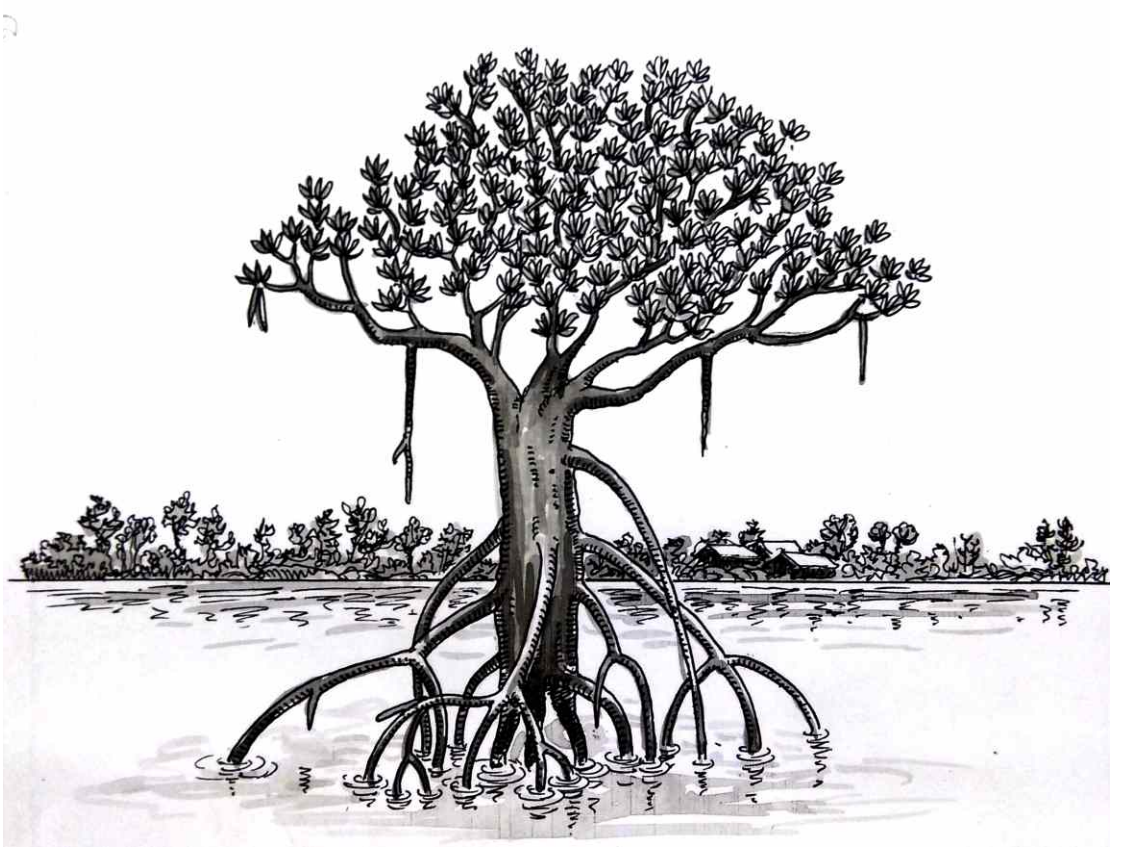

সুন্দরবন পৃথিবীর অন্যতম বড় ম্যানগ্রোভ জঙ্গল। জীববৈচিত্রে ভরপুর এই জঙ্গলের অধিকাংশই সংরক্ষিত আর তা ছড়িয়ে আছে ভারত ও বাংলাদেশ জুড়ে। ভারতে ১০২টি ব-দ্বীপ নিয়ে গঠিত এই জঙ্গলে ৪৮টিতে জনবসতি আছে এবং ২০১১ সালের জনগণনা অনুযায়ী এই এলাকার জনসংখ্যা প্রায় ৩০ লক্ষ যা গত এগারো বছরে অনেক বেড়ে গেছে। বিপুল জীববৈচিত্র ও ঘন জনবসতি থাকায় একদিকে যেমন জীববৈচিত্রের উপর প্রবল চাপ সৃষ্টি হয় তেমনই সময়ে সময়ে মানুষের জীবিকা নির্বাহও অত্যন্ত কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। জমি ও জল লবণাক্ত হওয়ায় প্রাকৃতিক সম্পদ নির্ভর জীবিকা, বিশেষত গ্রীষ্মকালে বিশেষভাবে কঠিন হয়ে পড়ে। উপরন্তু এই এলাকা দুর্যোগ প্রবণ। খরা, বন্যা ও সাইক্লোন নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। এই বিষয়গুলিকে সামনে রেখে পশ্চিমবঙ্গ সরকার 'মাটির সৃষ্টি - দ্বীপাঞ্জলি' প্রকল্পের সূচনা করেছেন।

গ্রাম পঞ্চায়েত উন্নয়ন পরিকল্পনায় মানুষের অংশগ্রহণের মাধ্যমেই দ্বীপাঞ্জলির কাজ এগোবে। প্রাথমিক

পর্যায়ে জেলার কিছু নির্দিষ্ট ব্লকে শুরু হলেও ধীরে ধীরে এটি প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েতেই গৃহীত হবে। এই প্রকল্পের মানুষ নিজেই নিজেদের গ্রামে পরিকল্পনা করবেন যা সামগ্রিকভাবে অনেক বেশি সুস্থায়ী হবে। তাই পরিকল্পনা এই প্রকল্পের একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ।

এই প্রকল্পের উদ্দেশ্যগুলি হল -

- জীবন ও জীবিকার প্রয়োজনে প্রাকৃতিক সম্পদকে সঠিকভাবে ব্যবহার করে গ্রাম সংসদ ভিত্তিক পরিকল্পনা ও তার রূপায়ণ
- বিজ্ঞানভিত্তিক পরিকল্পনার মাধ্যমে মাটির উপরে ও নীচের জলের সংরক্ষণ ও সংস্থান
- প্রাকৃতিক উপায়ে নদীবাঁধ সংরক্ষণে ম্যানগ্রোভ জাতীয় গাছের ব্যবহার

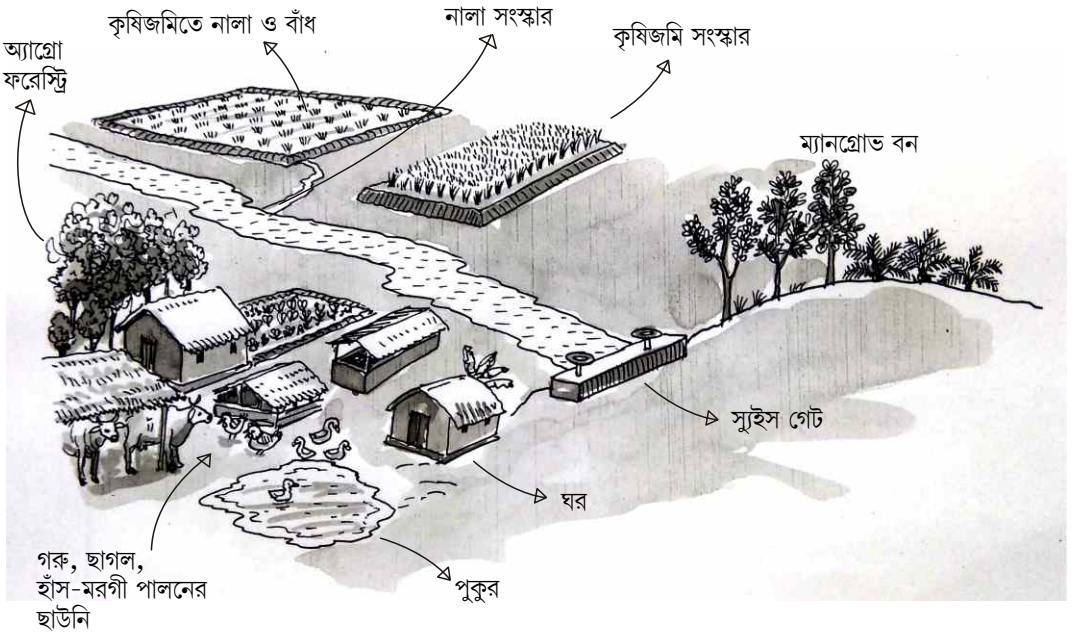

দ্বীপাঞ্জলি প্রকল্পের মাধ্যমে যা যা করা হবে

- ২টি জেলা ও ১৯টি ব্লকে প্রকল্পের সুযোগ পৌঁছে দেওয়া
- এলাকা অনুসারে লবণাক্ততা ও জমাজলের জন্য বিজ্ঞানভিত্তিক পরিকল্পনা এবং প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহার করে জীবন ও জীবিকার সুস্থায়ী ব্যবস্থাপনা
- উন্নত ও পরিবেশবান্ধব উপায়ে নদীবাঁধ সংরক্ষণ
- অন্তত ১ লক্ষ কৃষিজীবি পরিবারের কাছে উন্নত প্রাকৃতিক কৃষির ধারণা পৌঁছানো
- বাজার ব্যবস্থা গড়ে তোলা যাতে কৃষিজীবি পরিবার উৎপাদিত কৃষিজাত দ্রব্য সঠিক মূল্যে সরাসরি ক্রেতার কাছে পৌঁছে দিতে পারেন।

- অন্তত ১০ হাজার মহিলা পরিচালিত স্ব-সহায়ক দলের উন্নয়ন।

ওয়েল্টহুঙ্গারহিলফে, প্রসারি ও ডিআরসিএসসি এই পরিকল্পনা রূপায়ণে সহযোগিতা করবেন এবং তৃণমূল স্তরে কর্মী প্রশিক্ষণ, প্রযুক্তি সহায়তা ও কাজের সমন্বয় করবেন।

২. দ্বীপাঞ্জলী বাস্তবায়নের ধাপ

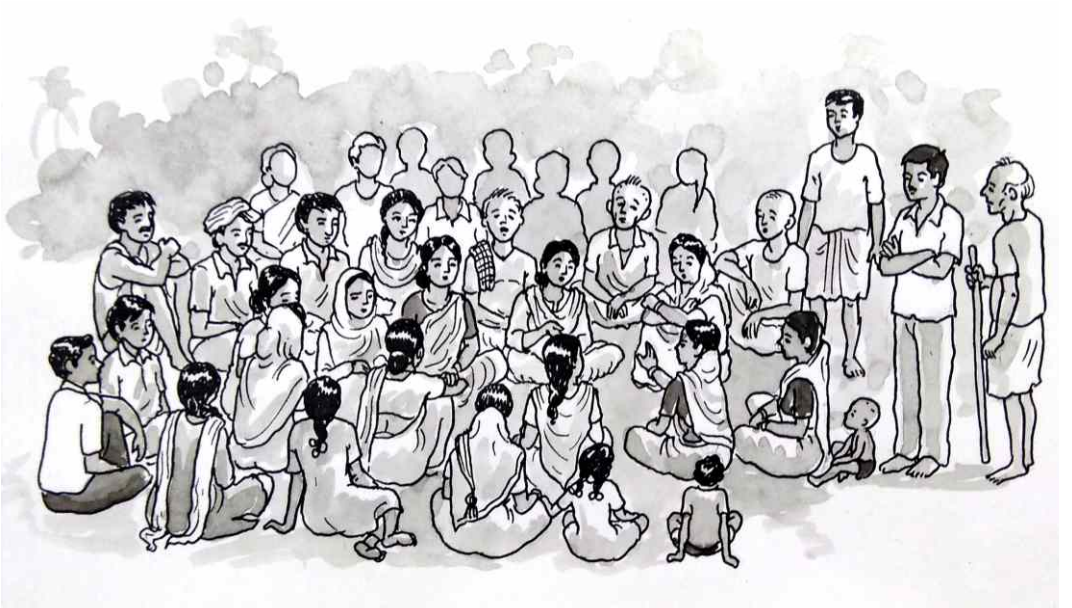

- ধাপ-১ এলাকায় মানুষের প্রাথমিক ধারনা তৈরি।
- ধাপ-২ এলাকার সমস্যা চিহ্নিত করা ও স্থানীয় ভিত্তিতে সমাধানের পথ খোঁজা।
- ধাপ-৩ পরিকল্পনায় অংশগ্রহণকারী সদস্য/সদস্যাদের দক্ষতা বৃদ্ধি করা যেমন - কৃষিবন্ধু, প্রাণীবন্ধু, নির্মাণ সহায়ক, স্বনির্ভর দলের সদস্য ইত্যাদি।
- ধাপ-৪ এলাকার সদস্য /সদস্যাদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে এলাকায় পরিকল্পনা তৈরি করা।
- ধাপ-৫ গ্রামসভা থেকে অনুমোদন করা পাশ করানো।
- ধাপ-৬ গ্রাম পঞ্চায়েতের পরিকল্পনা করা (জি.পি.ডি.পি)।
- ধাপ-৭ এলাকায় নতুন পুরাতন সংগঠনগুলিকে শক্তিশালী করে তোলা বা গঠন করা।
- ধাপ-৮ এলাকায় পরিকল্পনাগুলি বাস্তবায়ন করা।

২.১. ২০১৮ সালের নির্দেশ বই অনুযায়ী গ্রাম পঞ্চায়েত উন্নয়নের পরিকল্পনার মূল শর্ত

- গ্রামের পরিকল্পনায় গ্রামের মানুষের অংশগ্রহণকে নিশ্চিত করতে হবে
- পরিকল্পনার দুটি ভাগ থাকবে -
  ১. সাধারণ প্রাকৃতিক সম্পদের পরিকল্পনা এবং
  ২. ব্যক্তিগত প্রাকৃতিক সম্পদভিত্তিক পরিকল্পনা
- পরিকল্পনা করার পূর্বে গ্রামের পরিস্থিতি বা প্রাকৃতিক সম্পদের পর্যালোচনা করে দেখতে হবে।
- প্রাকৃতিক সম্পদের পর্যালোচনা করার জন্য উপযুক্ত পদ্ধতি (অংশগ্রহণমূলক ও বিজ্ঞানভিত্তিক যেমন - প্রাকৃতিক সম্পদের ম্যাপ, সামাজিক সম্পদের ম্যাপ ইত্যাদি) অনুসরণ করতে হবে।

- পর্যালোচনার উপর ভিত্তি করে দীর্ঘমেয়াদী সুস্থায়ী উন্নয়নকে মাথায় রেখে পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে।
- প্রাকৃতিক সম্পদকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে পরিকল্পনা করতে হবে।
- পরিকল্পনাভিত্তিক রূপায়ণের নিশ্চিতকরণ করতে হবে।

এই হাতবইয়েও এই শর্তগুলিকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে।

৩. অংশগ্রহণ মানে কী?

উন্নয়ন আসলে এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে কোন ব্যক্তি বা পরিবার বা গোষ্ঠী বা সমাজ নিজের অবস্থার পরিবর্তনের দায়িত্ব নিজের হাতে নিতে পারে। একমাত্র মানুষ নিজেই পারে নিজের উন্নয়ন ঘটাতে।

পশ্চিমবঙ্গে ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে জনসাধারণকে উন্নততর পরিষেবা দেওয়া, দারিদ্র দূরীকরণ, উন্নয়ন, পঞ্চায়েতের স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতা বাড়ানো এই সব নানা কারণে পরিকল্পনা প্রক্রিয়ায় সকলের সমানভাবে যোগ দেওয়া দরকার।

এই হাতবইয়ে এমন একটি উন্নয়নের প্রক্রিয়ার কথা ভাবা হয়েছে, যার মাধ্যমে জনসাধারণ এবং উন্নয়ন ব্যবস্থার/কর্মকর্তা/কর্মী উভয়ের পক্ষেই অংশীদারের ভূমিকা পালন করা সম্ভব। আমরা বিশেষ ভাবে সব দিক থেকে পিছিয়ে থাকা শ্রেণী ও মহিলাদের অংশগ্রহণ সুনিশ্চিত করার চেষ্টা করব।

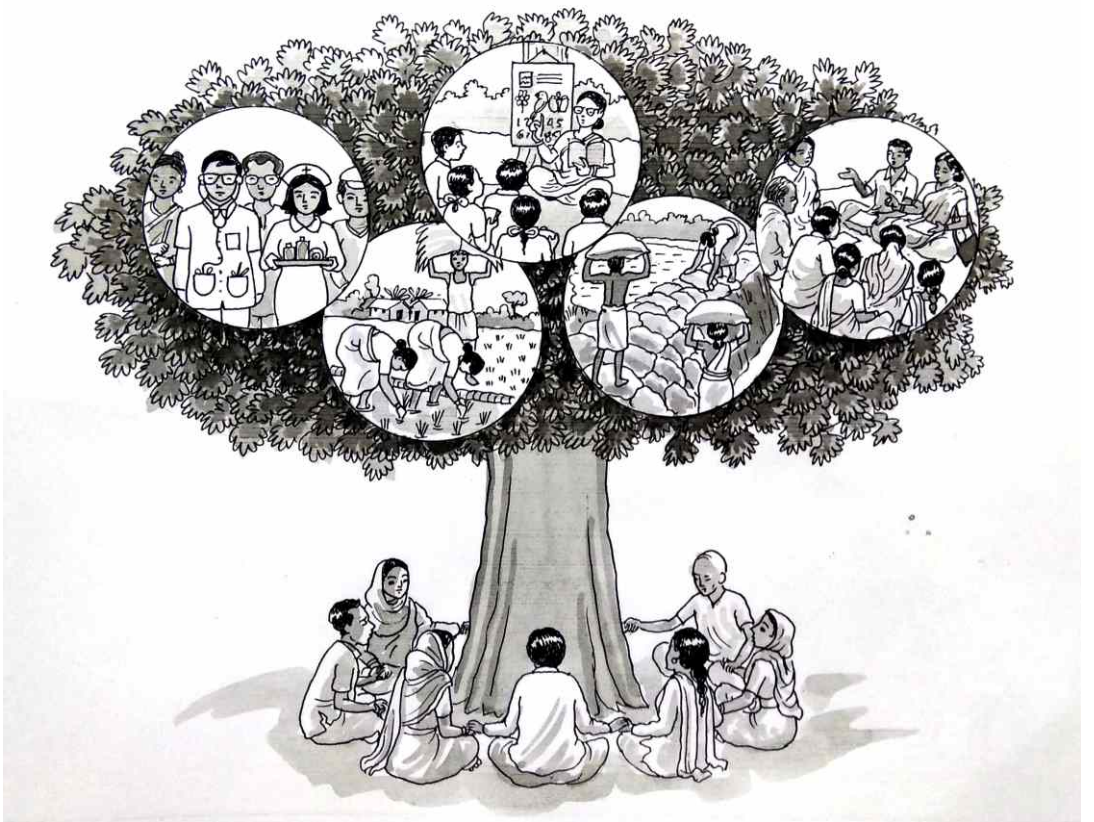

প্রকল্প সহায়ক দল

পঞ্চায়েতের এই উদ্যোগের সঞ্চালনার জন্য গ্রাম পঞ্চায়েত সহায়ক সংগঠন হিসাবে সহায়ক দল গঠন করা একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ।

এই দলে সদস্য হতে পারেন সকল গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য/সদস্যা - গ্রাম পঞ্চায়েতের কর্মচারী, গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরে কর্মরত বিভিন্ন বিভাগীয় দপ্তরের কর্মচারী এলাকায় বসবাসকারী কর্মরতপ্রাথমিক শিক্ষক, স্বনির্ভর দল ও স্বনির্ভর দলের উপসংঘ ও সংঘের প্রতিনিধি, অন্যান্য গোষ্ঠীভিত্তিক সংগঠনের প্রতিনিধি, প্রাক্তন পঞ্চায়েত সদস্য/সদস্যা, স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি এবং অন্যান্য উদ্যোগীকেও।

তারাই এই কাজের জন্য স্বেচ্ছাব্রতী হিসাবে যুক্ত হবেন, যারা সময় দিতে পারবেন এবং বিশ্বাস করেন যে উপযুক্ত পরিবেশও সুযোগ পেলে জনসাধারণ নিজের উন্নয়ন নিজেরাই করতে পারেন। সহায়কের কাজ হবে মানুষের অংশগ্রহণের পরিবেশ তৈরি করা, পরিকল্পনা করতে সাহায্য করা এবং তাকে স্বনির্ভর হতে সাহায্য করা। এই গ্রাম পঞ্চায়েত সহায়ক দলই পরিকল্পনা তৈরির মূল কাণ্ডারী ও চালিকাশক্তি।

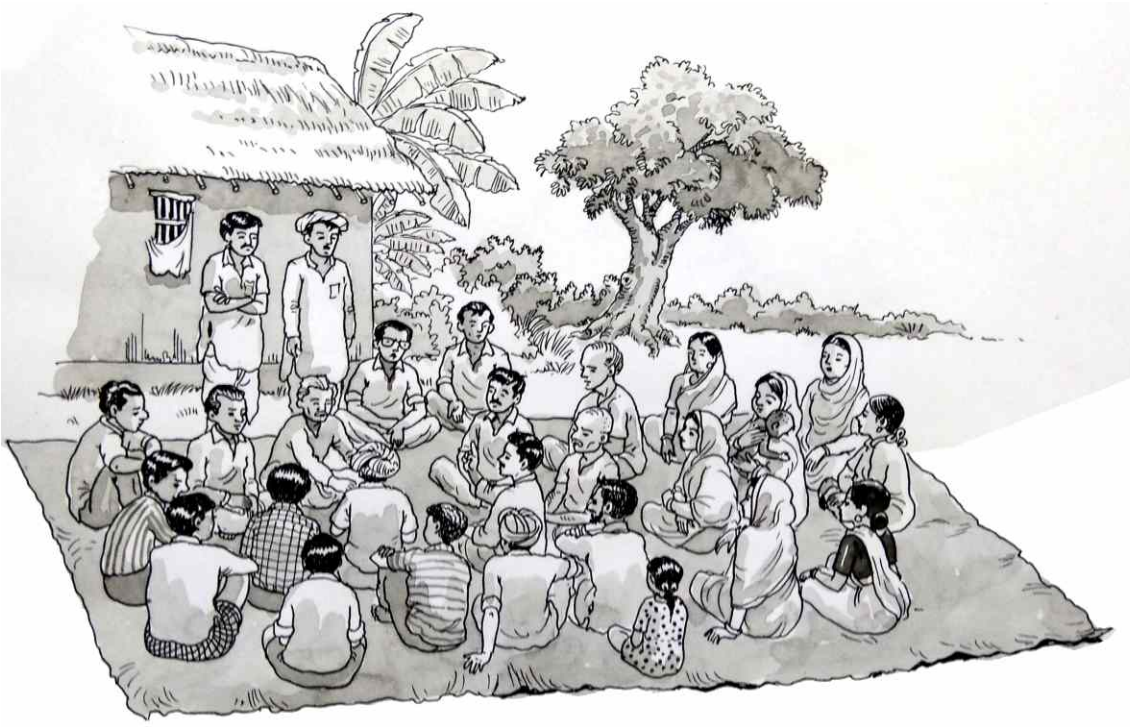

৪. পরিকল্পনার রূপরেখা ও ধাপ

- পরিকল্পনার মিটিং-এর দিন আগে থেকে ঠিক করে রাখা দরকার, মানুষের কাছে আগে থেকেই সেই দিনের খবর দেওয়া দরকার।
- মিটিং এমন একটা জায়গায় হবে যেখানে সকলের পৌঁছোতে সুবিধা হয়। একটি খোলা জায়গায় হওয়াই বাঞ্ছনীয়।
- মাথায় রাখা দরকার, সমস্ত বয়স, সমস্ত লিঙ্গ, সব শ্রেণী ও সব পেশার মানুষজনকে যেন এই প্রক্রিয়ায় ডাকা হয়।
- মহিলারা নীচে, পুরুষরা উপরে বা কেউ কেউ উপরে — এইরকমভাবে বসার ব্যবস্থা করবেন না।
- মিটিং-এ সহায়ক দলের প্রতিনিধি থাকতে হবে।
- একজন প্রধান সঞ্চালক হবেন, তাকে সহায়তা করবেন আরও এক-দু জন।
- মানুষের সুবিধামত সময়ে মিটিং করতে হবে, কোন উৎসবের দিনে নয়।

৪.১ সঞ্চালক

- নিজে বেশি কথা বলবেন না, সকলকে কথা বলার সুযোগ করে দেবেন
- খেয়াল রাখবেন কেউ কেউ যেন মিটিং-এআধিপত্য না বিস্তার করে
- শোনা ও প্রশ্ন করার অভ্যাস থাকতে হবে
- প্রতিটি তথ্য রাখার ব্যাপারে যত্নবান হবেন।
- যা তথ্য পেলেন তা গ্রামের মানুষের সঙ্গে ভাগ করে নেবেন
- মিটিং শুরুর আগে সকলকে উদ্দেশ্য সম্পর্কে জানাবেন
- মিটিং- এ যারা এসেছেন তাঁদের নামের তালিকা রাখবেন

৪.২ । একনজরে পরিকল্পনা

পরিকল্পনা

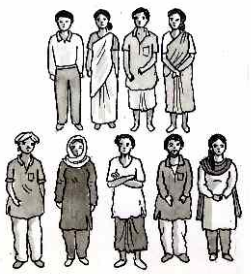

সম্পদের স্তরবিন্যাস অনুযায়ী অঞ্চলের মানুষকে শ্রেণীতে ফেলা

মিটিং

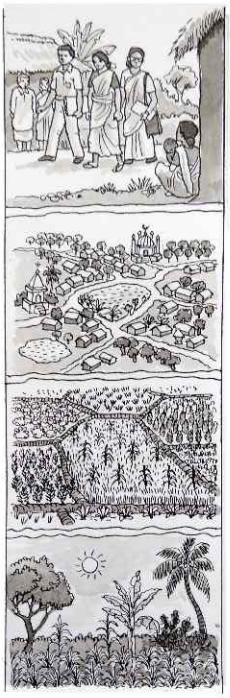

গ্রামের মধ্যে দিয়ে হাঁটা

সামাজিক মানচিত্র

সম্পদ মানচিত্র

ভবিষ্যতের মানচিত্র ও সেই অনুযায়ী পরিকল্পনা

পিছিয়ে পড়া পরিবারের জন্য পরিকল্পনা

রূপায়ণ

পঞ্চায়েত সমিতি, জেলা পরিষদ হয়ে জেলা পরিকল্পনা সমিতি

গ্রাম পঞ্চায়েত

গ্রামসভা

মিটিং-এর আগের কাজ - সম্পদের স্তরবিন্যাস অনুযায়ী অঞ্চলের পরিবারগুলিকে শ্রেণীতে ফেলা
সময় - ২ ঘন্টা

প্রথম দিন

প্রথম কাজ - গ্রামের মধ্যে দিয়ে হাঁটা | **সময়** - ১ থেকে ১.৫ ঘন্টা
দ্বিতীয় কাজ - সামাজিক মানচিত্র | **সময়** - ১ ঘন্টা
তৃতীয় কাজ - সম্পদ মানচিত্র | **সময়** - ১ ঘন্টা

এই তিনটি মানচিত্র চার্ট পেপার এঁকে আনতে হবে, এই মানচিত্র থেকে কী কী সিদ্ধান্তে আসা যায় তা ভেবে রাখতে হবে।

দ্বিতীয় দিন

চতুর্থ কাজ - ভবিষ্যতের মানচিত্র ও সেই অনুযায়ী পরিকল্পনা | **সময়** - ২ ঘন্টা
পঞ্চম কাজ - পিছিয়ে পড়া পরিবারের জন্য পরিকল্পনা

এই সম্পূর্ণ কাজটিকে রেভিনিউ ম্যাপে নিয়ে আসতে হবে।

৪.৩ পরিকল্পনা বিস্তারিত ধাপ

৪.৩.১ মিটিং-এর আগের কাজ- সম্পদের স্তরবিন্যাস অনুযায়ী অঞ্চলের মানুষকে শ্রেণীতে ফেলা (ওয়েলথ র‍্যাংকিং)

যা যা লাগবে- সংসদ বা যে অঞ্চলে এই পরিকল্পনা হচ্ছে তার পরিবারের তালিকা
সময় - ১ থেকে ১.৫ ঘন্টা

- একটি গ্রামের প্রতিটি পরিবারের সামাজিক এবং অর্থনৈতিক অবস্থা নির্ধারণের জন্য এই অনুশীলন করা হয়। এই পদ্ধতির মাধ্যমে এলাকার পরিবারগুলির মধ্যে দরিদ্র পরিবারগুলিকে চিহ্নিত করার জন্য কতগুলি পরিমাপ স্থির করা আছে।
  যেমন -

- মিটিং এর আগেই একদিন স্বনির্ভর দলে বা অন্য দলে বসে তালিকা ধরে যারা এই সাতটি সূচকের মধ্যে পড়েন, সেই পরিবারগুলিকে চিহ্নিত করা যায়।
- সেই দিনই পরিকল্পনার মিটিং-এর কথা আগাম জানিয়ে আসা যায় এবং চিহ্নিত দরিদ্র পরিবারগুলি যেন উপস্থিত থাকে সে বিষয়ে বুঝিয়ে বলে আসা যায়।

৪.৩.২। প্রথম কাজ- গ্রামের মধ্যে দিয়ে হাঁটা (Transect Walk)

যা যা লাগবে - তথ্য নেওয়াও আঁকার জন্য খাতা পেন পেন্সিল
সময় - ১ থেকে ১.৫ ঘন্টা

- একটি গ্রামকে প্রাথমিকভাবে জানার জন্য সেই গ্রামের কিছু মানুষদের নিয়ে এক প্রাপ্ত থেকে আর এক প্রান্তে হাঁটা, পর্যবেক্ষণ করা এবং তথ্য সংগ্রহ করাই এর উদ্দেশ্য।

- যে যে এলাকাগুলি দিয়ে হাঁটা হয় সেইসব এলাকার জমির ঢাল, জমির ব্যবহার, জমির মালিকানা, মাটির বৈশিষ্ট্য, ফসল বৈচিত্র, পশুপাখি, গাছ-গাছালি, পরিবার ও মানুষজনের সঙ্গে কথা বলা, তাদের জীবিকা, এলাকার সমস্যা ইত্যাদি সম্পর্কে তথ্য নেওয়া হয়। সাধারণত এর মাধ্যমে সেইসব গ্রাম বা পাড়ার মানুষজনের সঙ্গে পরিচয় হয় এবং সেই এলাকার প্রাকৃতিক ও সামাজিক সম্পদ, পরিবেশ ও পরিস্থিতি ইত্যাদি বিষয়ে ধারণা তৈরি হয়।

- যারা তথ্য নেবেন তাদের প্রতিনিধিরা এবং গ্রামের প্রতিনিধিরা (যারা চাষের কাজ, মাছচাষ, পশুপালন ইত্যাদি কাজের সঙ্গে যুক্ত) এই হাঁটায় অংশগ্রহণ করেন।

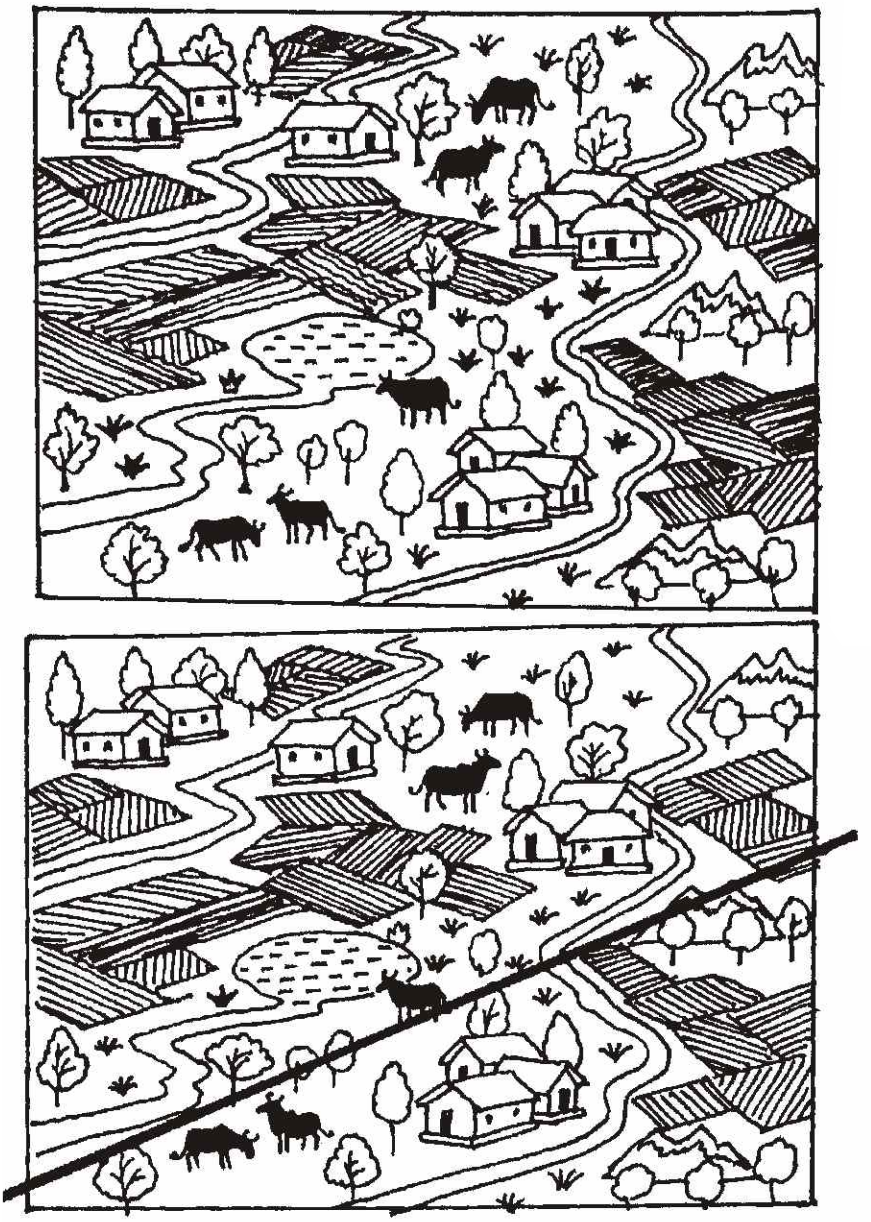

- গ্রামের এককোনা থেকে হাঁটতে শুরু করা হয়। যে জায়গাগুলি দিয়ে হাঁটা হয় তা পর্যবেক্ষণ করে একটি খাতায় পেন/পেন্সিল দিয়ে তথ্যগুলি লিখে রাখা হয়। হাঁটার সময় জমির ব্যবহার অনুযায়ী যেরকম ভাগ পাওয়া যাচ্ছে, প্রতিটি ভাগের জন্য তথ্য, যেমন জমির মালিকানা, ঢাল, মাটির অবস্থা, স্বাভাবিক গাছপালা, মানুষের লাগানো ফসল বা গাছ, পশুপাখি, আবর্জনা, জমির কোন বিশেষ সমস্যা (যেমন জল জমা), কোনও ভালো প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহারের উদাহরণ ইত্যাদি লিখে রাখা হবে নীচের ছক অনুযায়ী। গ্রামের আর এক কোনায় এসে এই হাঁটা সম্পূর্ণ হয়।

- এই হাঁটার জন্য আমরা গ্রামের প্রথাসিদ্ধ রাস্তা নেব না – বরং মাঠঘাট দিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করব।

- এই কাজ করতে করতে সঞ্চালক ও গ্রামের প্রতিনিধিদের গ্রামে ভালো, মন্দ, সমস্যা সম্পর্কে একনজরে একটি ধারণা হবে এবং ভবিষ্যতে কোথায় কী কাজ করা যাবে তাও বোঝা যাবে।

জমির ব্যবহার	নদী	পশুচারণ জমি	জঙ্গল	ধানের জমি	উঁচু জমি	পতিত জমি
জমির মালিকানা						
জমির ঢাল						
মাটির অবস্থা						
স্বাভাবিক গাছপালা						
মানুষের লাগানো ফসল বা গাছ						
আবর্জনা						
কোন বিশেষ সমস্যা (যেমন জল জমা)						
জমির কোন ভালো প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহারের উদাহরণ						

উদাহরণ

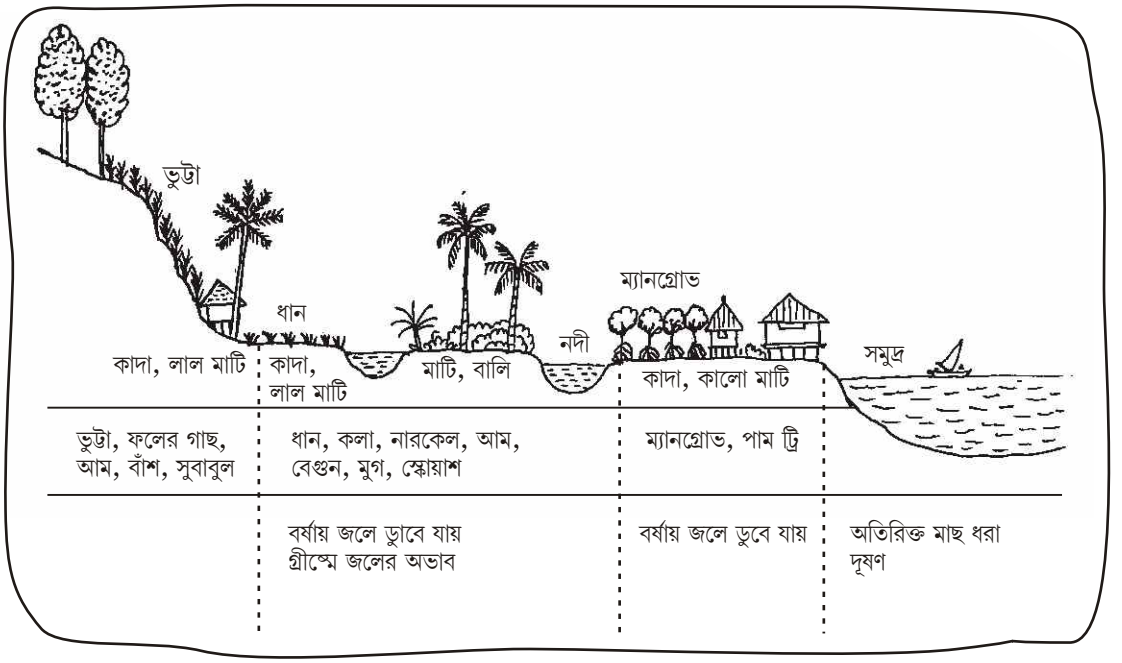

৪.৩.৩ দ্বিতীয় কাজ- সামাজিক মানচিত্র

যা যা লাগবে - গাছের ডাল/শক্ত বাঁশের লাঠি, বিভিন্ন রঙের আবির, চুন, বালি, কাঠকয়লার গুঁড়ো, গাছ-গাছালির পাতা, কাগজের টুকরো, চার্টপেপার, স্কেচপেন, মার্কার পেন ইত্যাদি।

সময় - ১ ঘন্টা

- সামাজিক মানচিত্রের মাধ্যমে গ্রামের সামাজিক প্রতিষ্ঠান ও উল্লেখযোগ্য জায়গা যেমন রাস্তা, পাড়া, ঘরবাড়ি, বিদ্যালয়, স্বাস্থ্যকেন্দ্র, অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র, ব্যাঙ্ক, পোস্ট-অফিস, স্থানীয় ক্লাব, মন্দির-মসজিদ, টিউবওয়েল ইত্যাদির তথ্য জানা যায়।
- যারা তথ্য নেবেন তাদের প্রতিনিধিরা এবং গ্রামের প্রতিনিধিরা (যারা চাষের কাজ, মাছচাষ, পশুপালন ইত্যাদি কাজের সঙ্গে যুক্ত) এই কাজে অংশগ্রহণ করবেন।
- প্রাথমিকভাবে গ্রামের মানুষদের নিয়ে একসাথে মাটিতে বিভিন্ন রঙ (আবির, চুন, বালি, কাঠকয়লা গুঁড়ো ইত্যাদি) দিয়ে সেই গ্রামটির সাধারণ একটি মানচিত্র আঁকা হয়। সেখানে মূলত গ্রামের সীমানা এবং প্রধান উল্লেখযোগ্য জায়গাগুলি চিহ্নিত করা হয় যেমন প্রধান রাস্তা, নদী, খাল, বড় স্থায়ী গাছ, বড় পুকুর ইত্যাদি। এরপর সেই মানচিত্রে সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলি ও প্রধান জায়গাগুলি চিহ্নিত করা হয়। প্রাথমিকভাবে সামাজিক প্রতিষ্ঠান যেমন অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র, স্বাস্থ্যকেন্দ্র, বিদ্যালয়, ক্লাব, পানীয় জলের টিউবওয়েল ইত্যাদি বিভিন্ন রঙ দিয়ে দেখানো হয়। এরপর পাড়াগুলি চিহ্নিত করা হয়।

সূত্র
গ্রামের সিমানা
রাস্তা
ইন্দিরা আবাস জোজনা
কাঁচা বাড়ি
জেনারেল
এস টি
এস সি
ও বি সি
রেশন দোকান
অঙ্গনওয়াড়ি
স্কুল
মন্দির
মণ্ডপ
পোস্ট অফিস
পুকুর
টিউবওয়েল
পাইপ লাইন
লেক/জল প্রবাহ
খেলার মাঠ
চাষের জমি
জঙ্গল/পাহাড়

- এরপর বাড়ি ঘরগুলিকে দেখানো হয় এবং চিহ্নিত দরিদ্র পরিবারগুলিকে কোথায় থাকে তা ম্যাপে দেখানো হয়। ম্যাপের উপরে নাম বা সংখ্যা লেখা চিরকুট রাখা যেতে পারে। মাথায় রাখা দরকার যে এ ব্যাপারে যেন পরিস্কার ধারণা থাকে যে এই নামগুলি কাউকে কিছু পাইয়ে দেওয়ার জন্য লেখা হচ্ছে না। আমরা জানতে চাইছি গ্রামের সব থেকে অসুবিধায় থাকা মানুষরা কোথায় থাকেন।
- মাটিতে আঁকার পর চার্ট পেপারে বা রেভিনিউ ম্যাপে এই মানচিত্রটি আঁকা হয় তথ্যায়নের জন্য।

৪.৩.৪ তৃতীয় কাজ ঃ সম্পদ মানচিত্র

যা যা লাগবে - গাছের ডাল/শক্ত বাঁশের লাঠি, বিভিন্ন রঙের আবীর, চুন, বালি, কাঠকয়লার গুঁড়ো, গাছ-গাছালির পাতা, কাগজের টুকরো, চার্টপেপার, স্কেচপেন, মার্কার পেন ইত্যাদি।

সময় - ১ ঘন্টা

- সম্পদ মানচিত্রের মাধ্যমে গ্রামের প্রাকৃতিক সম্পদ, তার সমস্যা ও সম্ভাবনা সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা প্রাকৃতিক সম্পদের মধ্যে এইসব তথ্য সংগ্রহ করা হয়।

  জমি- পতিত জমি, চারণভূমি, একফসলী-দোফসলী জমি, ফসল বৈচিত্র, জমির ঢাল

  জল- জলের ব্যবস্থাপনা, যেমন পুকুর, নদ-নদী কোথায় জল জমে

  গাছ-জঙ্গল, গাছ-গাছালি

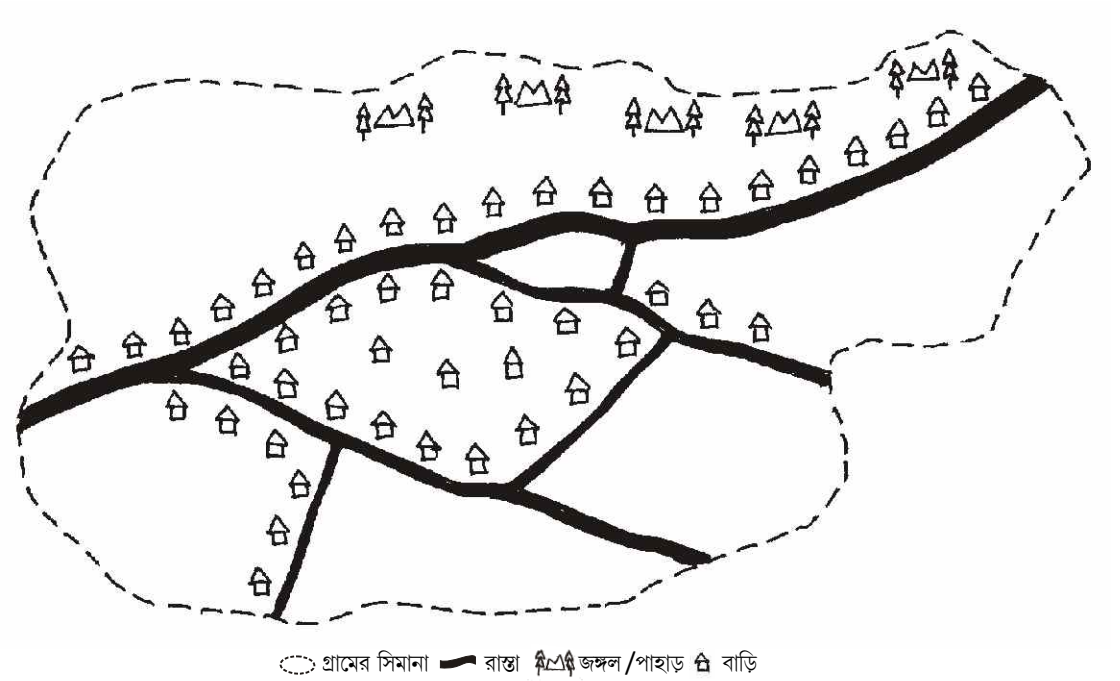

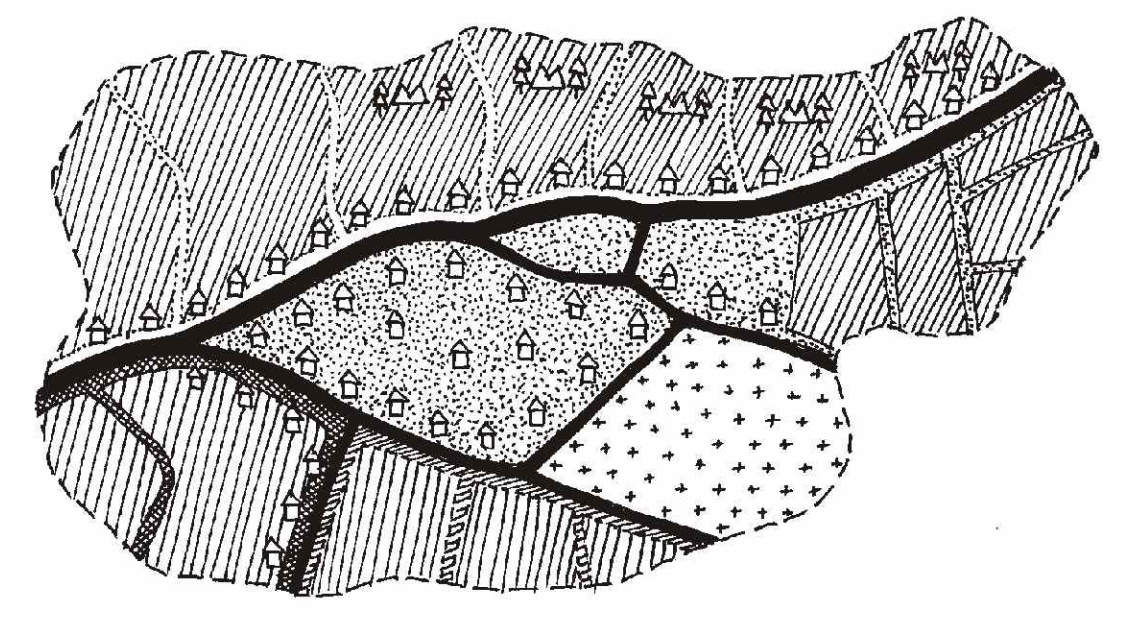

গ্রামের সিমানা রাস্তা জঙ্গল/পাহাড় বাড়ি চাষের উঁচু জমি
চাষের মাঝারি জমি চাষের নিচু জমি

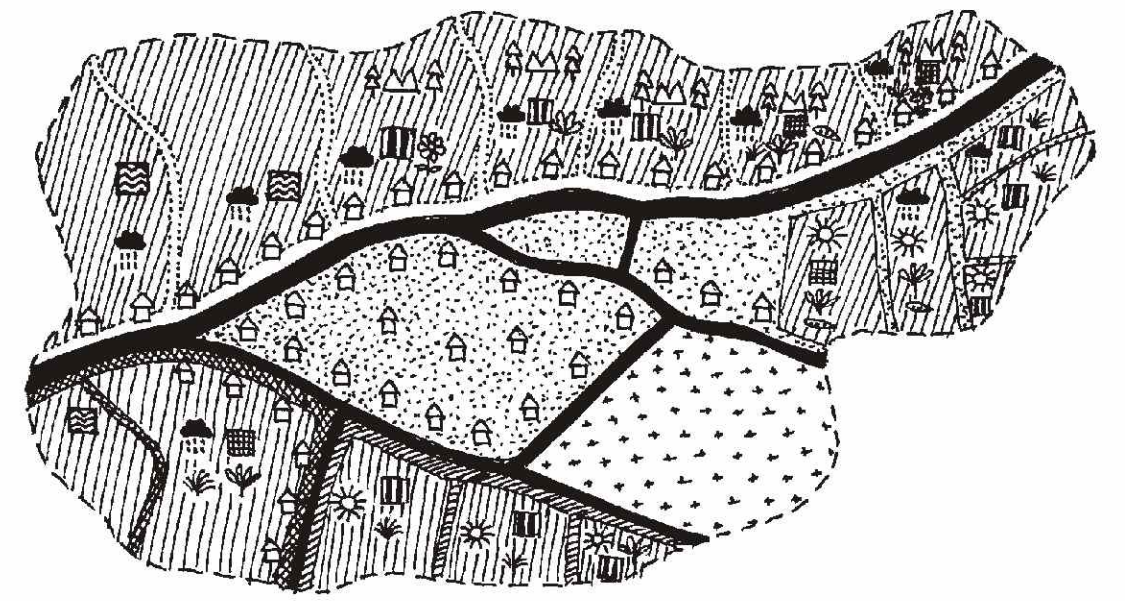

গ্রামের সিমানা রাস্তা জঙ্গল/পাহাড় বাড়ি চাষের উঁচু জমি চাষের মাঝারি জমি চাষের নিচু জমি খরিফ চাষের জায়গা
রবির চাষের জায়গা একাধিক ফসল এক ফসলী কোন ফসল হয়না ধান মিলেট ডাল জাতীয় ফসল তেল জাতীয় ফসল

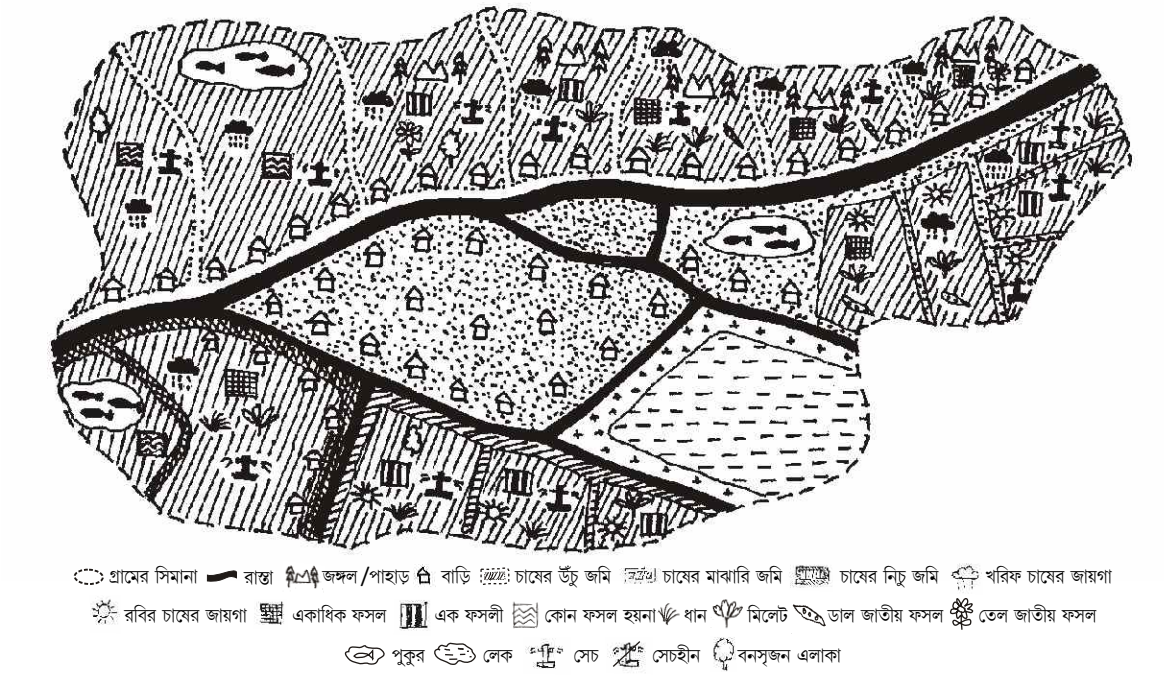

বিপদাপন্নতা - উঁচু জায়গা বাঁধ, কোথায় বাঁধ ভাঙে

- যারা তথ্য নেবেন তাদের প্রতিনিধিরা এবং গ্রামের প্রতিনিধিরা (যারা চাষের কাজ, মাছচাষ, পশুপালন ইত্যাদি কাজের সঙ্গে যুক্ত) এই কাজে অংশগ্রহণ করবেন।
- সামজিক ম্যাপের উপরেই গ্রামের জমিগুলি চিহ্নিত করে নেওয়া হয় যেমন একফসলী, দোফসলী জমি ইত্যাদি। সেই জমিতে কী ধরনের ফসল চাষ হয় এবং ফসল বৈচিত্রের, সেখানকার মাটির ও জমির ঢাল সম্পর্কে তথ্য নেওয়া হয়। এরপর এক এক করে সেই এলাকার পুকুর, খাল, নদী, টিউবওয়েল, জঙ্গল, গাছ-গাছালি ইত্যাদির তথ্য নেওয়া হয়। এর সঙ্গে গ্রামের কোন এলাকায় অতি বৃষ্টি হলে জল জমে থাকে, নদীর কোন জায়গা থেকে ফাটল সৃষ্টি হয়ে জমিতে জল ঢোকে ইত্যাদি তথ্য নেওয়া হয়।
- বিভিন্ন রঙ ব্যবহার করে জমির বৈচিত্র, জলের ব্যবস্থা, ফসলের বৈচিত্র, জঙ্গল,গাছ-গাছালি ইত্যাদি চিহ্নিত করা হয় যাতে স্থানীয় মানুষদের সম্পূর্ণ অংশগ্রহণ থাকে।
- মাটিতে আঁকার পরে চার্টপেপারে বা রেভিনিউ ম্যাপে এই মানচিত্রটি আঁকা হয় তথ্যায়নের জন্য।

৪.৩.৫ চতুর্থ কাজ- ভবিষ্যতের মানচিত্র ও সামূহিক কাজ

যা যা লাগবে - গাছের ডাল/শক্ত বাঁশের লাঠি, বিভিন্ন রঙের আবীর, চুন, বালি, কাঠকয়লার গুঁড়ো, গাছ-গাছালির পাতা, কাগজের টুকরো, চার্টপেপার, স্কেচপেন, মার্কার পেন ইত্যাদি।

সময় - ২ ঘন্টা

সম্পদ মানচিত্র থেকে করে যে যে জিনিসগুলি চিহ্নিত করা দরকার।

- কোথায় একফসলী জমি, তাকে দোফসলী করে তুলতে কী করতে হবে?
- কোথায় জল জমে? কেন জমে? সেই জলকে নিকাশী ব্যবস্থায় ফেলতে কী করতে হবে? ওই জলকে কোনভাবে ব্যবহার করা সম্ভব?
- পতিত জমি কোথায়? কেন পতিত? সেখানে কী করা যায়?
- গোখাদ্যের অভাব কোন সময়ে? পতিত জমি অথবা একফসলী জমিতে কি গোখাদ্য চাষ করা সম্ভব?
- কোন সময়ে কোন ধরনের খাবারের অভাব হয়? সেই চাষ কোথায় কিভাবে করা যায়?
- সেচের জল কি সারাবছর থাকে? কীভাবে সেচের জলের ব্যবস্থা করা যায়? জল ধরে রাখার জন্য পুকুর বা নালা কোথায় করা দরকার?
- কোন জায়গায় বাঁধ সারানো দরকার? প্রাকৃতিক বাঁধ কিভাবে বানানো যায়? নদীর বাঁধ টিকিয়ে রাখার জন্য কোথায় কিরকম গাছ লাগানো দরকার?
- কোথায় কাঠের গাছ, ফলের গাছ লাগানো যায়?
- সামাজিক ম্যাপ থেকে নজর করা দরকার
- গ্রামের সব থেকে পিছিয়ে পড়া মানুষগুলি কোথায় বাস করে?
- কী ধরনের পরিকাঠামোগত উন্নয়ন তাঁদের সাহায্য করতে পারে?
- স্থানীয় বাজার মান্ডির সুবিধা কী রকম?

প্রথম অনুশীলনের সঙ্গে সম্পদ মানচিত্র মিলিয়ে দেখা দরকার। বিশেষত আর্বজনার ব্যবস্থাপনা, ব্যবহার্য সম্পদ, ভালো উদাহরণ – এইগুলিও আলোচনায় আসা দরকার, কী কী কাজ হতে পারে এ বিষয়ে হাতবই এর শেষে কাজের তালিকা দেখে নিতে পারেন। সমস্ত ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাকে ম্যাপের উপর আঁকা হবে। এইভাবে যে ম্যাপটি পাওয়া যাবে, তা ভবিষ্যতের মানচিত্র। আমাদের লক্ষ্য হবে আগামী তিন বছরের মধ্যে এই পরিকল্পনাগুলি বাস্তবায়িত করা।

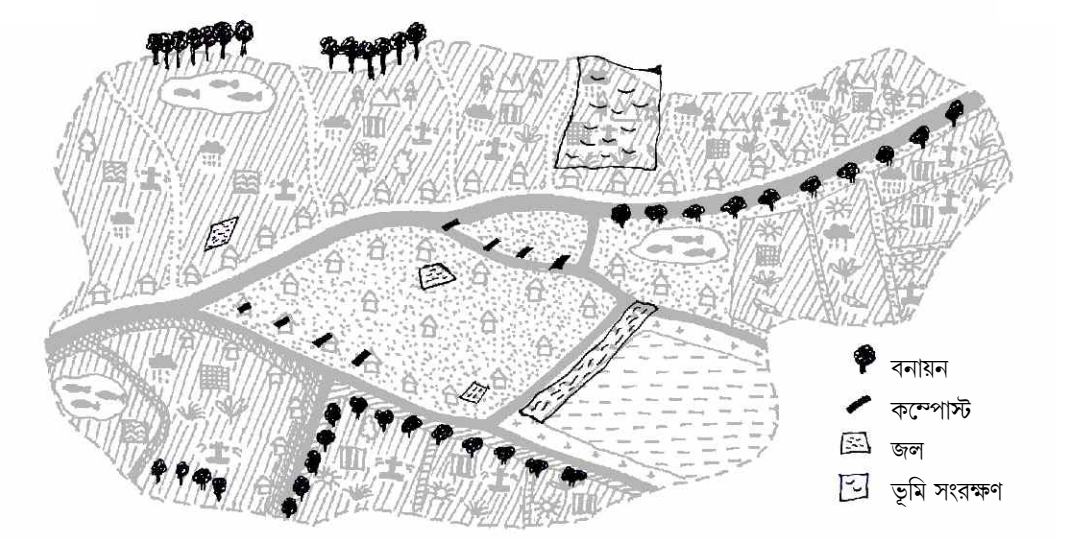

কাজ বাস্তবায়িত করার জন্য আমরা ভবিষ্যতের মানচিত্রটিকে এইভাবে বছর অনুযায়ী ভেঙে নেব

কী কাজ	কোথায়	সম্ভাব্য উপকার	সম্ভাব্য খরচ বা কত কাজের দিন	কবে হবে	কারা যুক্ত থাকবেন

৪.৪.৬। পঞ্চম কাজ- পিছিয়ে পড়া পরিবারের জন্য পরিকল্পনা

আমরা আগেই গ্রামে পিছিয়ে পড়া বাড়িগুলি চিহ্নিত করেছি। সামূহিক মিটিং-এর শেষে সেই বাড়িগুলি গিয়ে কী কী কাজ করা যেতে পারে তার তালিকা তৈরি করতে হবে। এই কাজের জন্যই বই-এর শেষে তালিকা দেখে নেওয়া ভালো।

ক্রম	নাম	প্লট /দাগ/ খতিয়ান	জব কার্ড নম্বর	আধার নম্বর	নতুন কাজ/পুরোনো কাজের মেরামত	কী কাজ	নিজের শ্রমদিবস	বাইরের শ্রম দিবস	মোট শ্রম দিবস

৫। পরিকল্পনার পরের ধাপ

- এই পরিকল্পনা গ্রাম সভায় পেশ করা হবে। এই মিটিং-এর সদস্যদের অনুরোধ করা হবে গ্রাম সভায় উপস্থিত থাকতে।
- গ্রামসভায় পরিকল্পনা অনুমোদিত হবে যাতে অধ্যক্ষ সই করবেন।
- এই অনুমোদিত পরিকল্পনা গ্রাম পঞ্চায়েতে পেশ করা হবে। গ্রাম পঞ্চায়েতের মিটিং ২৬ জানুয়ারি, ১মে, ১৫ আগস্ট ও ২ রা অক্টোবর হয়।
- পঞ্চায়েতের খাতায় এই পরিকল্পনা সংক্রান্ত আলোচনা ও সিদ্ধান্ত সদস্যদের সই সহ নথিবদ্ধ হবে।
- এই পরিকল্পনা এবার যাবে পঞ্চায়েত সমিতি, জেলা পরিষদ হয়ে জেলা পরিকল্পনা সমিতি (ডিস্ট্রিক্ট প্ল্যানিং কমিটি) তে।
- স্বনির্ভর দল,কৃষক ক্লাব এবং সাধারণ মানুষ হিসাবে এই পরিকল্পনা অনুমোদনের জন্য পঞ্চায়েতের কাছ থেকে নিয়মিত খবরাখবর করা দরকার।

৬। সম্ভাব্য কাজের তালিকা

জল ও মাটি সংরক্ষণ

১. গভীর নালা ও আল (অ্যাকটিভিটি কোড - ১৫)

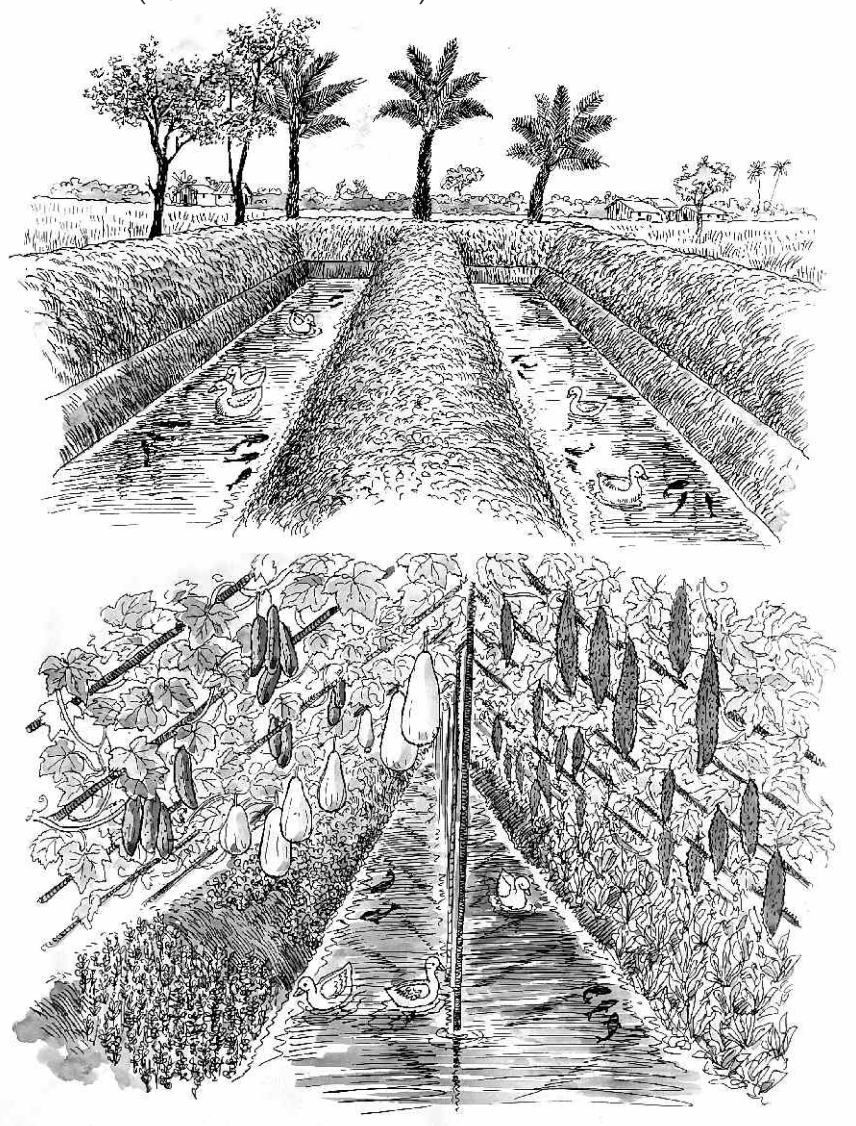

জল জমে এরকম জায়গায় পর্যায়ক্রমে ১ মিটার গভীর নালা (যার উপরদিকটা ৩ মিটার চওড়া, নীচটা ১.৫ মিটার) আর ৩ মিটার উঁচু আল (যার উপরদিকটা ১.৫ মিটার, নীচটা ৩ মিটার) করলে জল জমার সময়েও আলে সবজি চাষ করা যাবে এবং নালায় মাছ ও হাঁস চাষ করা সম্ভব। অন্য সময় এই জলে সেচের কাজ হবে। এই কাজ করতে ১২০ মিটার লম্বা জমির জন্য ৪১৭ দিনের কাজ লাগবে। কাজের খরচ ১৪৮০০০ টাকা (৮৫,০০০ টাকা মজুরি)।

২. অগভীর নালা ও আল (অ্যাকটিভিটি কোড - ১৫)

জমিতে পর্যায়ক্রমে .৭৫মিটার গভীর নালা (যার উপরদিকটা ২ মিটার চওড়া, নীচটা ১ মিটার), .৭৫ মিটার উঁচু আল (যার উপরদিকটা ১ মিটার চওড়া, নীচটা ২ মিটার), তারপর ৩.৫ ছেড়ে মিটার ছেড়ে রাখা জায়গা বা উঁচু জমি (আল) তৈরি করা যায়। নীচু জমিতে মাছ ও ধান চাষ করা যাবে, মাঝারি ও উঁচু জমিতে সবজি চাষ করা যাবে।

৩. মাঠপুকুর (অ্যাকটিভিটি কোড - ১৮১)

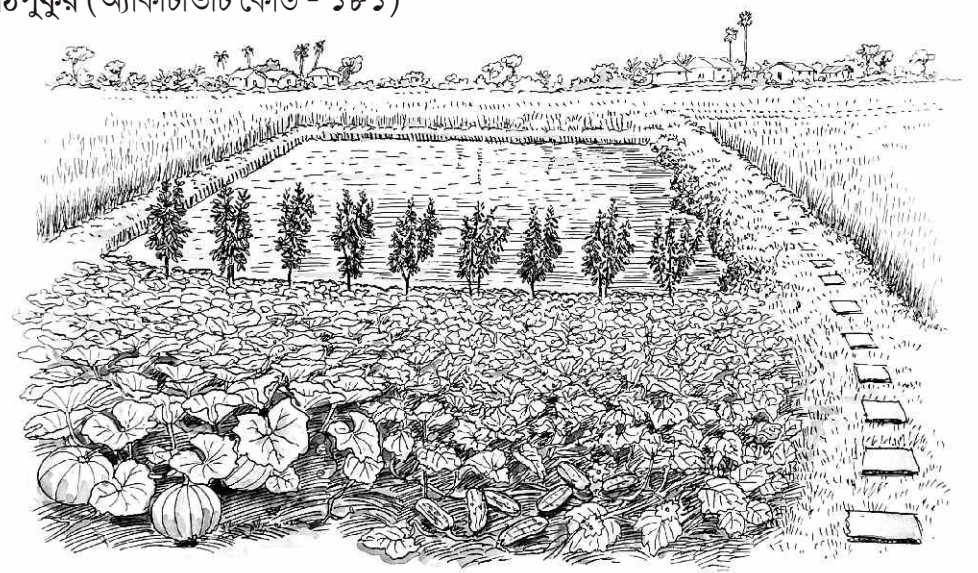

জমির চারদিকে ৩ মিটার চওড়া ১.৫ মিটার গভীর খাল ও তার সঙ্গে জুড়ে একদিকে ৬ মিটার লম্বা ৬ মিটার চওড়া ৩ মিটার গভীর একটি পুকুর খোঁড়া হয়। এই নালা থেকে যা মাটি উঠল, তা দিয়ে জমির

চারদিকে উঁচু বাঁধ দেওয়া হয়। বর্ষায় একসঙ্গে ধান-মাছ চাষ করা হয়। বাঁধের উপরে সবজি চাষ হয়। বাঁধ থাকায় মাছ বয়ে যেতে পারে না। শীতে ও গরমে মাঝের জমিতে ও বাঁধে সবজি হতে পারে, পুকুর ও নালার জল দিয়ে সেচ হবে। গ্রীষ্মের শেষে প্রথম বর্ষার জলে নোনা জল খাল দিয়ে বার করে দেওয়া যায়। এই কাজ করতে এক বিঘা জমির জন্য ৬২৩ দিনের কাজ লাগবে। কাজের খরচ ১৪৫,০০০ টাকা (১২৭,০০০ মজুরি)

৪. জল ধরা ও মাছ চাষের পুকুর (অ্যাকটিভিটি কোড - ১৮১)

এক বিঘা জমিতে ৫৫ ফুট চওড়া ৫৫ ফুট লম্বা ধাপ পুকুর খোঁড়া হয়, যার পাড়গুলি ৩ ফুট গভীর তিনটি ধাপে কাটা হয়। এতে আশপাশের জমির নোনাভাব কাটে ও সারাবছর মাছচাষ, পুকুর পাড়ে সবজিচাষ করা যায়। পুকুর কাটার মাটি দিয়ে পাড় উঁচু করলে বাইরে থেকে পুকুরে নোনা জল ঢুকে যাওয়াও আটকানো যায়। এই কাজ করতে ২৪০০ বর্গ ফুট জমির জন্য ৫৭৮ দিনের কাজ লাগবে। কাজের খরচ ১৪০,০০০ টাকা (মজুরি ১১৮.০০০ টাকা)।

অ্যাকটিভিটি কোড ১৭৮ এর মধ্যে কাঁকড়া চাষের জন্য ৪০০০ বর্গ ফুটের অগভীর পুকুর বা নালা বানানো যায়। খরচ ৯০,০০০ টাকা (৬০,০০০ টাকা মজুরি)

৫. সেচ নালা (অ্যাকটিভিটি কোড - ৫৫)

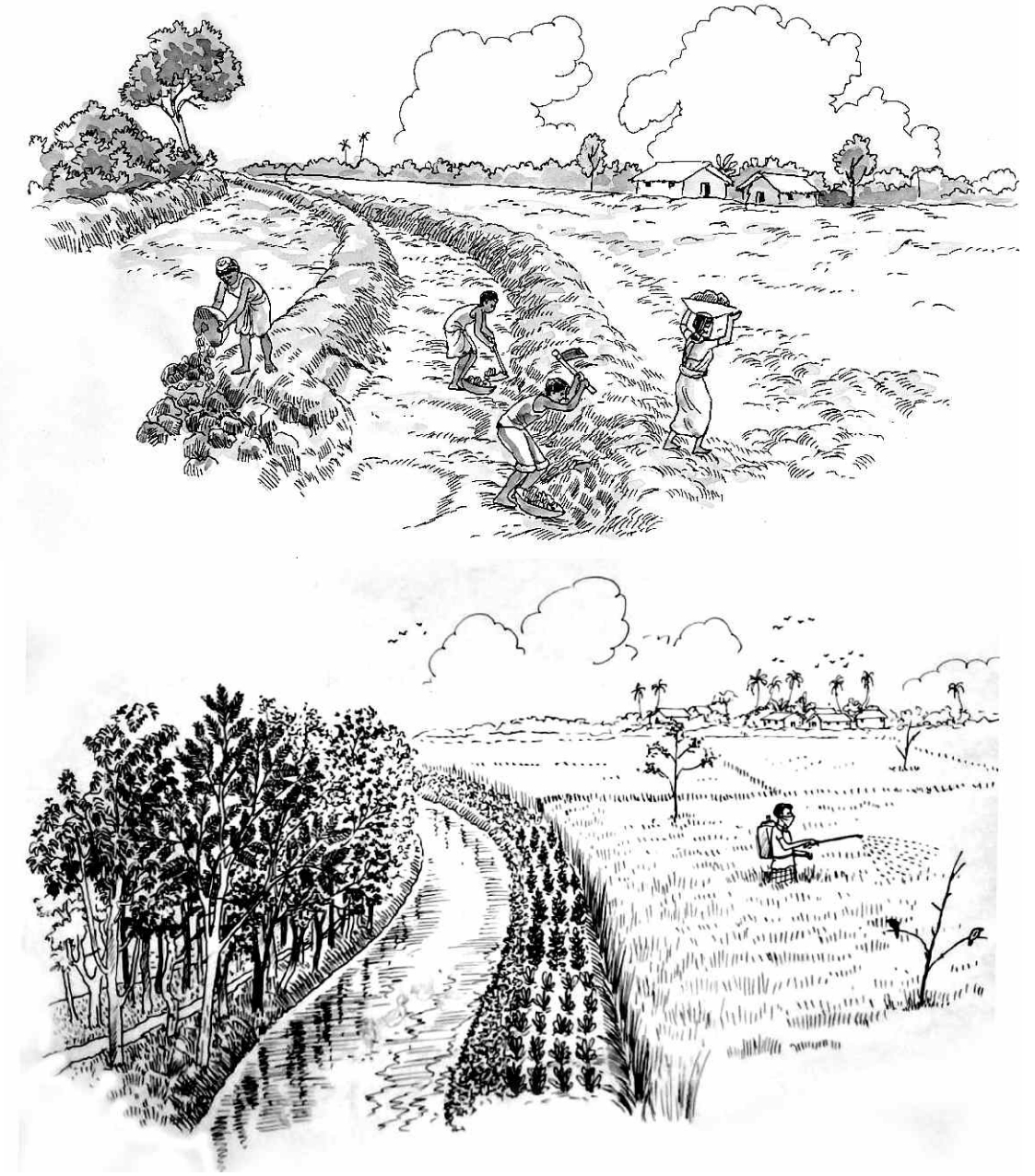

বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে জমির পাশে পাশে নালা তৈরি করা যায়, যা বৃষ্টির জল সংরক্ষণ, গরম ও শীতকালে সেচের কাজও অতিরিক্ত জমা জল বার করে দেওয়ার কাজে লাগবে। মাথারদিকে ৩০ ফুট নীচে ১০ ফুট চওড়া ও সর্বোচ্চ হতে পারে এই নালাটি। গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরে সমন্বয় করে ১ কিমি লম্বা নালার জন্য ৮৪৭১ দিনের কাজ লাগবে। এই কাজে খরচা হবে ১৮ লক্ষ টাকা।

৬. বৃষ্টির জল ধরা

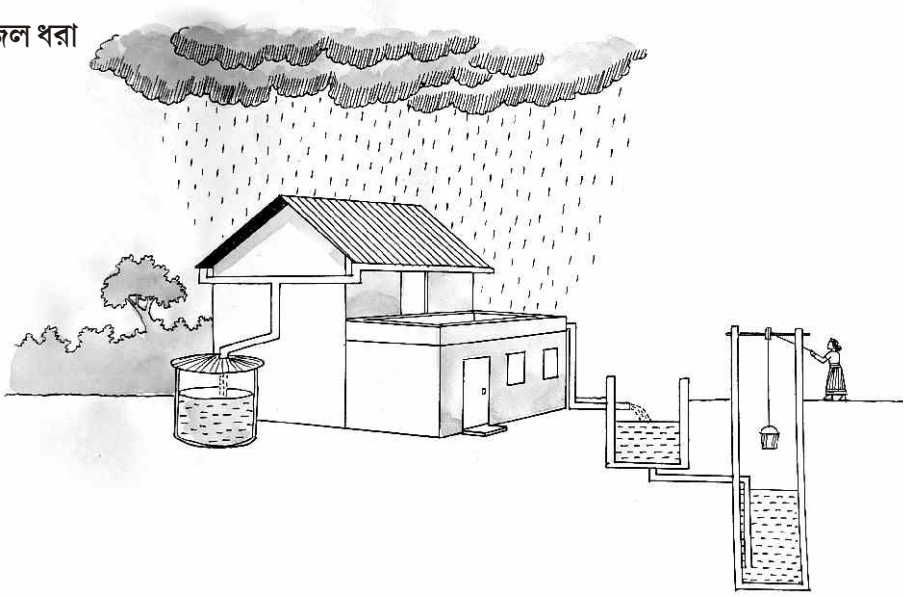

৮০০ স্কোয়ার ফিট ছাদের সব মিলিয়ে প্রায় ২০০০০ লিটার জল ধরা যাবে। তার জন্য জল জমানোর ট্যাঙ্ক, ফিল্টার, জলের ময়লা জমা করার ট্যাঙ্ক ইত্যাদি তৈরি করতে হবে। এর ফলে মাটির তলার জলস্তরকে রিচার্জ করা যাবে, কোন শুকিয়ে যাওয়া কুয়োতে এই জল ফেলা যাবে বা সরাসরিও ব্যবহার করা যেতে পারে। সরাসরি ব্যবহারের জন্য ৩ লিটার জলে ৬০গ্রাম ব্লিচিংপাউডার গুলে ৫ মিনিট থিতিয়ে যাওয়ার পর উপরের স্বচ্ছ অংশ ২০০০০ জলের সঙ্গে মেশানো হয়। এই জল ৩০মিনিট পরে ব্যবহার করা যায়।

নদীবাঁধ

৭. বাঁধের পাড়ে জুটের রাস্তা (অ্যাকটিভিটি কোড - ১১৯৮)

নদীর পাড় বরাবর পাটের বস্তার আস্তরণ দেওয়া হয়, যার মাঝে মাঝে নির্দিষ্ট দূরত্বে গর্ত থাকে। এই গর্তে ম্যানগ্রোম এর চারা বসানো হয়। পাটের বস্তা ধীরে ধীরে মাটিতে মিশে যায় – এতে ম্যানগ্রোভ চারা শুরুর দিকে টিকে থাকার অবলম্বন পায়। কিছুদিন পরে পাট মাটিতে মিশে গেলেও ততদিনে গাছ নদীবাঁধ ও মাটি ধরে রাখার জায়গায় পৌঁছে যায়।
এক কিমি কাজের জন্য এর খরচ ২৮ লক্ষ টাকা এবং এতে ৩২৯৮ দিনের কাজ তৈরি হবে।

৮. বাঁধের পাড়ে গাছ লাগানো (অ্যাকটিভিটি কোড - ৩০)

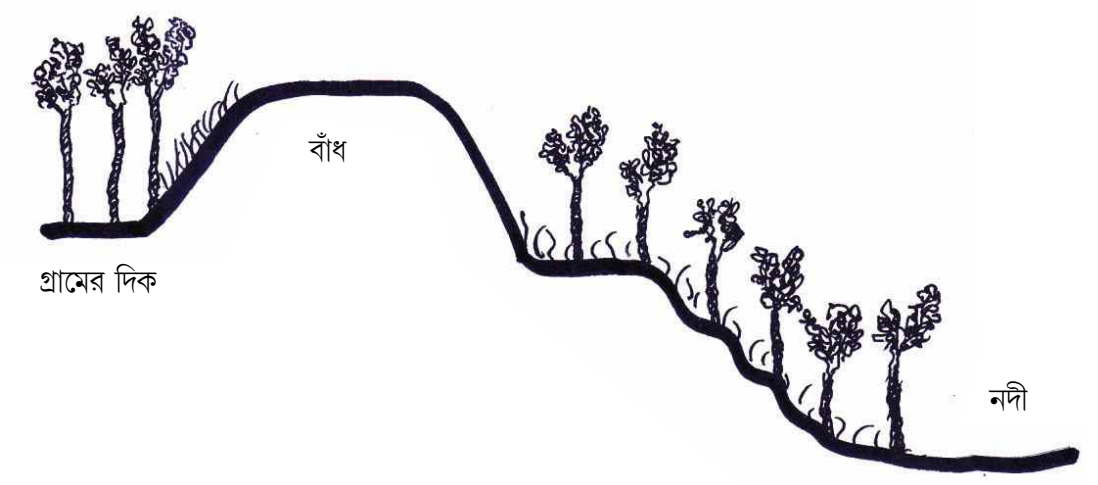

গ্রামের দিকে এই বাঁধে সোনাঝুরি, ভেটিভার ঘাস ও কিছু ম্যানগ্রোভ লাগানো যায়।

নদীর দিকে ঢালু অংশে গেঁও, ধুঁধুল, পশু, তারপর গর্জন, বাইন, কাঁকড়া ও আরও নীচের দিকে কালো বাইন লাগানো যায়। প্রতি কিলোমিটারে এই কাজের খরচ প্রায় ২ ০০ ০০০ টাকা। এতে ৮২৩৫ দিনের কাজ তৈরি হবে। গাছ ও গাছের দূরত্ব ঠিক করার সময়ে গ্রামের মানুষের সাহায্য নেওয়া প্রয়োজন।

গাছ ও জঙ্গল

৯. গাছের নার্সারি (অ্যাকটিভিটি কোড - ১৭৫)

ফল ও বিশেষত ম্যানগ্রোভ গাছের নার্সারি স্বনির্ভর গোষ্ঠীর জন্য লাভদায়ী। গাছের নার্সারিতে পাটের ব্যাগে গাছ বানালে শিকড়ের ক্ষতি না করে গাছকে সরাসরি মাটিতে প্রতিস্থাপন করা যায়, তাতে গাছের টিকে যাওয়ার সম্ভাবনাও বেড়ে যায়। একটি ২০০ বর্গ মিটার জমিতে নার্সারি করার জন্য ৩১২০০ টাকা খরচ হয় ও এক বছরে ৫০০০০ টাকা লাভ হতে পারে। এতে ১৫৩ দিন কাজ সৃষ্টি হতে পারে।

১০. রাস্তার ধারে/পতিত জমিতে সামাজিক বনায়ন (অ্যাকটিভিটি কোড - ১২৭)

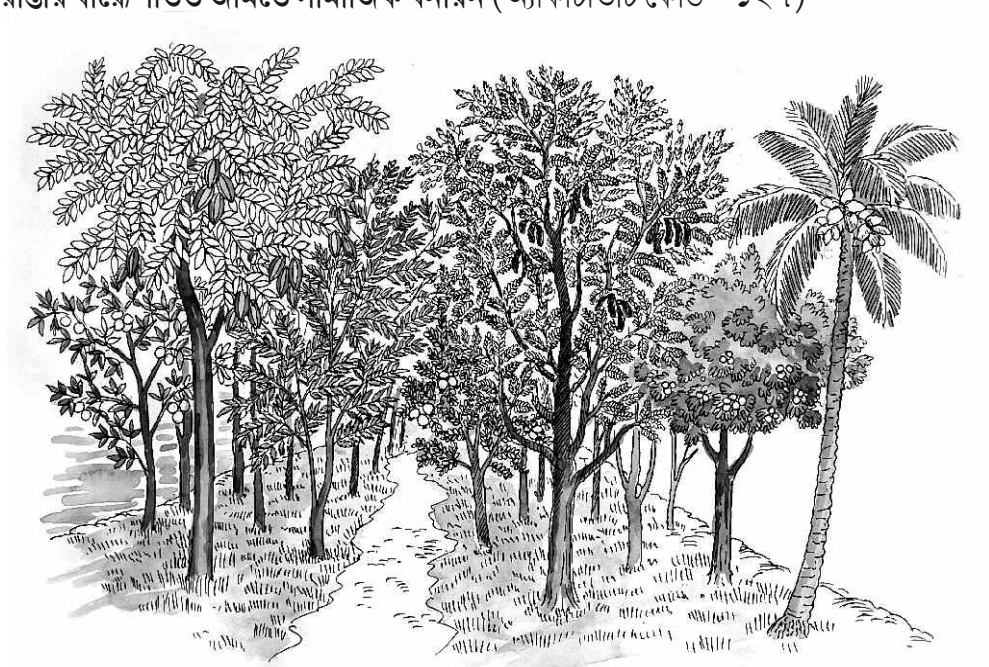

রাস্তার ধার, রেল লাইনের ধার, পুকুর ও বাঁধের পাড়ে পড়ে থাকা জমিতে ফলের গাছ, গোখাদ্যের গাছ ও কাঠের মিশ্র গাছের বনায়ন করা যায়। গাছ নির্দিষ্ট করার ক্ষেত্রে স্থানীয় মানুষদের সাহায্য নেওয়া প্রয়োজন। কামরাঙা, আঁশ, বেল, নারকেল, তেঁতুল, সবেদা, পেয়ারা ইত্যাদি ফলের গাছের সঙ্গে সুবাবুল, বকফুল, সজনে, গামার, মাদার ইত্যাদি গাছ লাগানো যেতে পারে। ২ কাঠা জমির জন্য গাছ লাগানো ও পরিচর্যা বাবদ ১৪৫ দিনের কাজও চারা ও অন্যান্য উপকরণ বাবদ ১০৪০০ টাকা ও সবসমেত ৪০০০০ টাকা খরচা হবে।

১১. কৃষিবন (অ্যাকটিভিটি কোড - ১৩৫)

বড় গাছের সঙ্গে সবজি, গোখাদ্য ও নানা মরশুমি ফসল মিশিয়ে চাষ করলে একই জমি থেকে নানা সময়ে নানা ধরনের উৎপাদন পাওয়া যায়। এতে বিপদাপন্নতা কমে ও আয় বাড়ে। ফলের গাছ হিসাবে উঁচু জায়গায় পেয়ারা, সবেদা, নীচু জমিতে ধান ও মাঝারি জমিতে রাঙা আলু, বিট, তুলো, মৌরি, কালোজিরে, লেমনগ্রাস, ঘৃতকুমারী ইত্যাদি চাষ করা যায়। ফসল চিহ্নিত করার জন্য স্থানীয় কৃষকদের সঙ্গে কথা বলা দরকার। ১০ কাঠা জমিতে কৃষিবনের জন্য ১৯৬ দিনের কাজ সৃষ্টি হবে। এর মোট খরচ হবে ১১৭০০০ টাকা যার মধ্যে ৭৭০০০ টাকা উপকরণ।

আয়ের সুযোগ

১২. পুষ্টিবাগানে সবজির বেড ও বেড়া

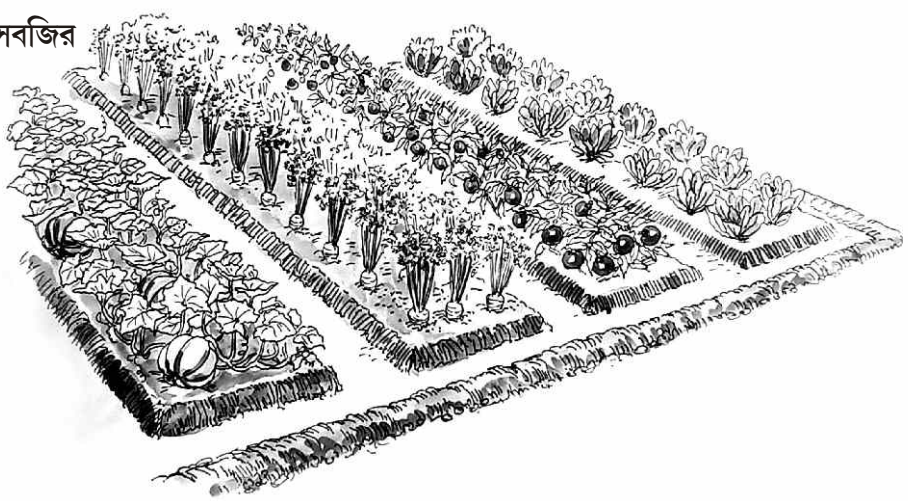

সবজি বাগানের বেড়ার নীচের স্তরে আনারস জাতীয় কাঁটা গাছ, তার উপরে কুল, জবা, বাসক, তার উপরের স্তরে লেবু, গোঁড়া লেবু এবং সর্বোচ্চ স্তরে বকফুল, সুপারি ইত্যাদি লাগানো যায়। লতানে গাছ হিসাবে সিম, কামরাঙ, সিম, তেলাকুচো ইত্যাদি করা যায়। গাছ ঠিকমত বাছলে পারলে বাগানের বেড়া থেকেও নিয়মিত উৎপাদন পাওয়া সম্ভব। এই বেড়ার সঙ্গে সঙ্গে বাগানে নানা ধরনের সবজির বেড করার জন্য ইন্ডিভিজুয়াল বেনিফিট স্কীম থেকে এই কাজের জন্য পয়সা পাওয়া যায়।

১৩. গোশালা উন্নয়ন (ইন্ডিভিজুয়াল বেনিফিট স্কীম)

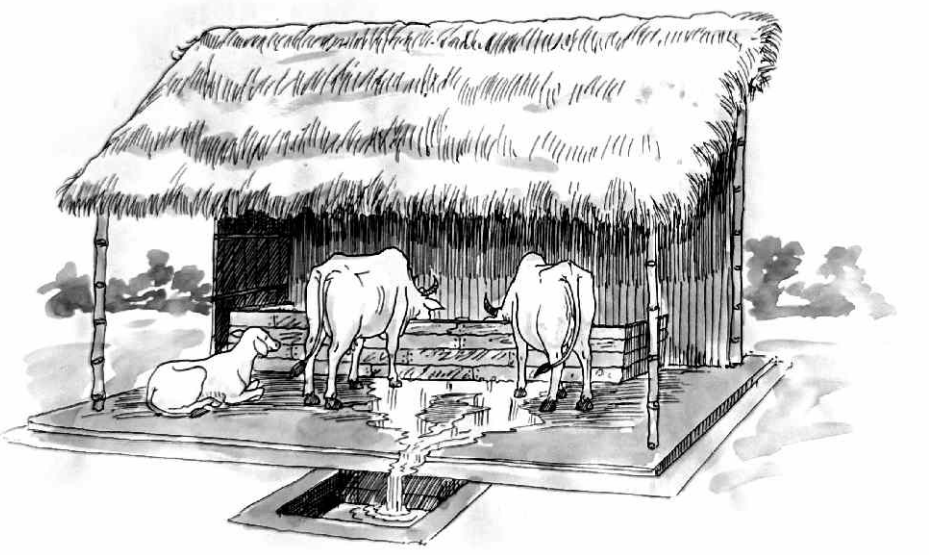

সাধারণত গরু অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর জায়গায় রাখার জন্য নানা ধরনের রোগ হয়, উৎপাদন কমে যায় ও সমস্ত সম্পদের সঠিক ব্যবহার হয়না। ৬টি গরু রাখার জন্য ৭.৫ লম্বা ও ৩.৫ মিটার চওড়া গোয়াল তৈরি করা দরকার। যার মেঝেটি সিমেন্টের হবে ও একদিকে গোমূত্র ও গোবর সংগ্রহ করার জন্য ঢালু থাকবে। লম্বার দিকে খাবার দেওয়ার জন্য জায়গা এবং ২৫০ লিটার গোমূত্র সংগ্রহের টাঙ্কসহ এর খরচ পড়বে ৩৫,০০০ টাকা, যার ৩০% মজুরি।

১৪. ছাগলের খামার (অ্যাকটিভিটি কোড - ২১৬)

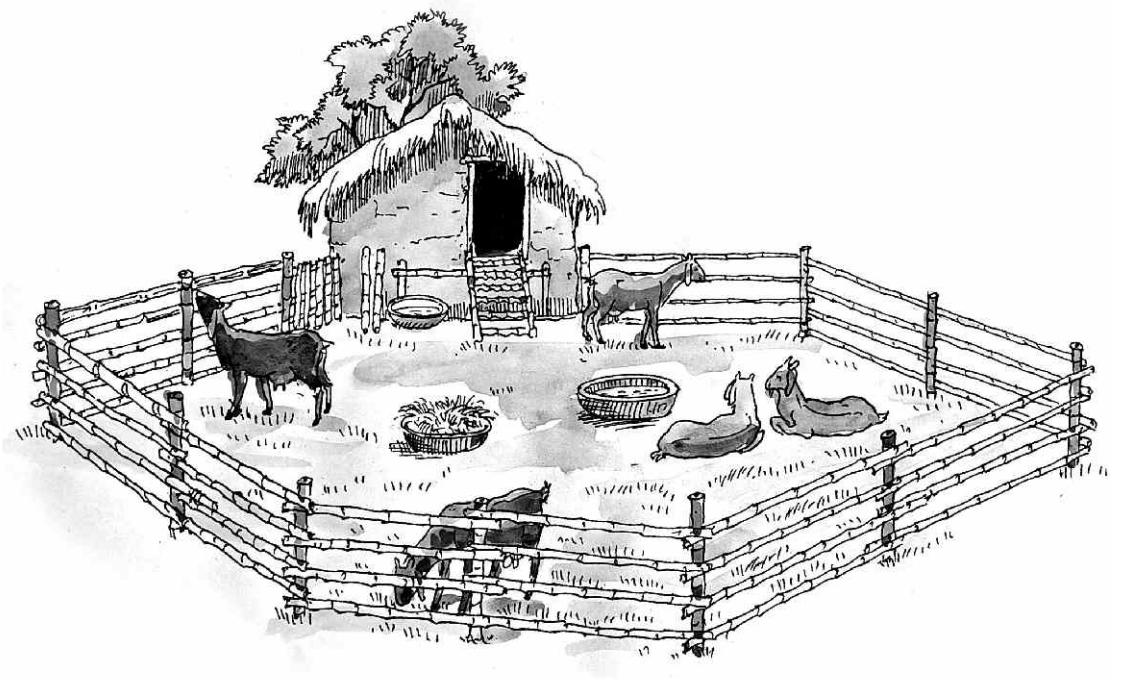

ছাগলের খামারের জন্য ঘেরা জায়গা ও তাতে ছাগলের থাকার জন্য একটি উঁচু ঘর চাই। এর ঘর বাঁশের হতে পারে। ৭.৫ বর্গ মিটার জায়গা তৈরি করার জন্য ৫০০০০ টাকা খরচ হবে যার ৩০% মজুরি।

১৫. দেশি মুরগির পোলট্রি (অ্যাকটিভিটি কোড - ২১৪)

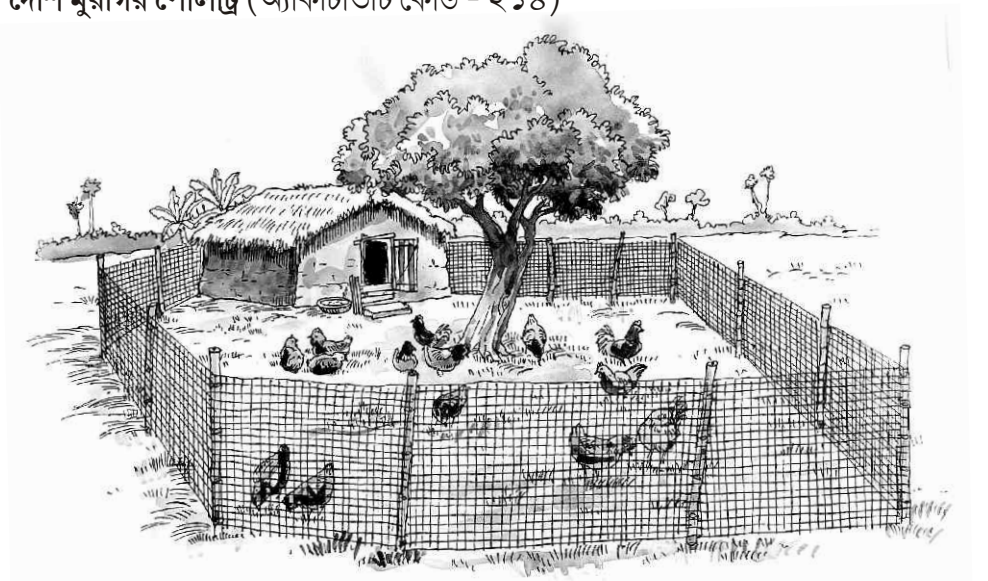

মুরগির খামারের জন্য ঘেরা জায়গা ও তাতে থাকার জন্য একটি উঁচু ঘর চাই। এই ঘর বাঁশের হতে পারে। ঘেরা জায়গায় খাবার জন্য ঘাস বীজ এইসব লাগাতে হবে। ১০ বর্গ মিটার জায়গার জন্য ৬৭,০০০ টাকা বরাদ্দ - যার মধ্যে ৫০৯২০ টাকা উপকরণের খরচ। ৭৯ টি কাজের দিন সৃষ্টি হবে।

১৬. হাঁসের খামার (অ্যাকটিভিটি কোড - ২১৪)

ঘরের পুকুরের উপরে ৮ ফুট লম্বা ৮ ফুট চওড়া ৭ ফুট ঘরে ৪০টি অবধি হাঁস (বা মুরগিও) রাখা যায়। এতে বিষ্ঠা পুকুরে পড়লে তাদের খাবার তৈরিতে সাহায্য হবে। ৫টি হাঁস পিছু ১টি পুরুষ হাঁস রাখা দরকার। এইরকম একটি ঘর বানাতে প্রায় ৬০০০ টাকার জিনিস লাগবে ও ১৫টি কাজের দিন সৃষ্টি হবে।

১৭. কেঁচোসার (অ্যাকটিভিটি কোড - ৮৩)

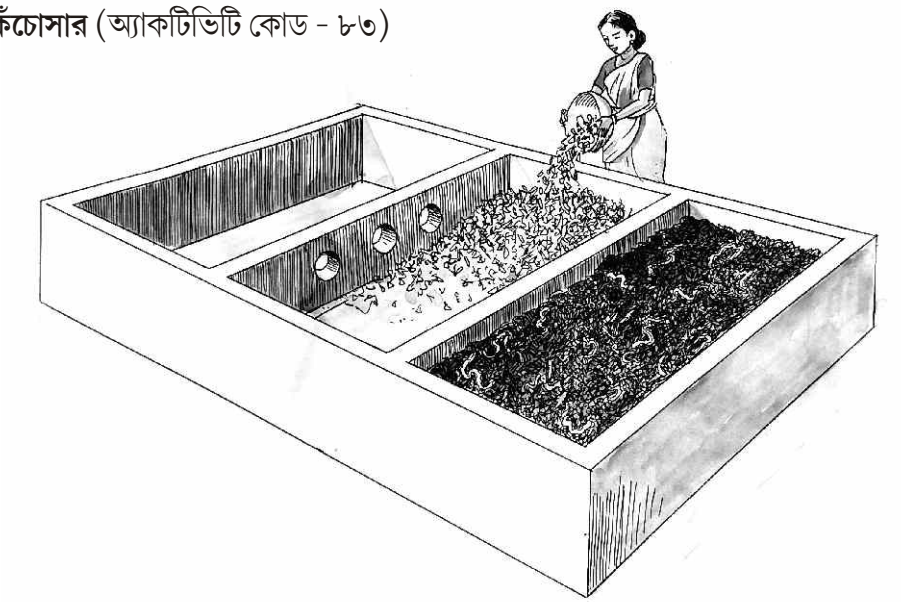

কেঁচোসার বানানোর জন্য একটি দুই প্রকোষ্ঠওয়ালা চৌবাচ্চা চাই, যার মোট মাপ হবে ৩.৫ মিটার লম্বা ১ মিটার চওড়া .৭৫মিটার গভীর। এই জায়গা তৈরি করার জন্য ১৭০০০ টাকা খরচ হবে যার ২০০০ টাকা মজুরি। ১০ টি কাজের দিন সৃষ্টি হবে।

১৮. গর্ত/নাডেপ কম্পোস্ট (অ্যাকটিভিটি কোড - ৮২ / ৮৪)

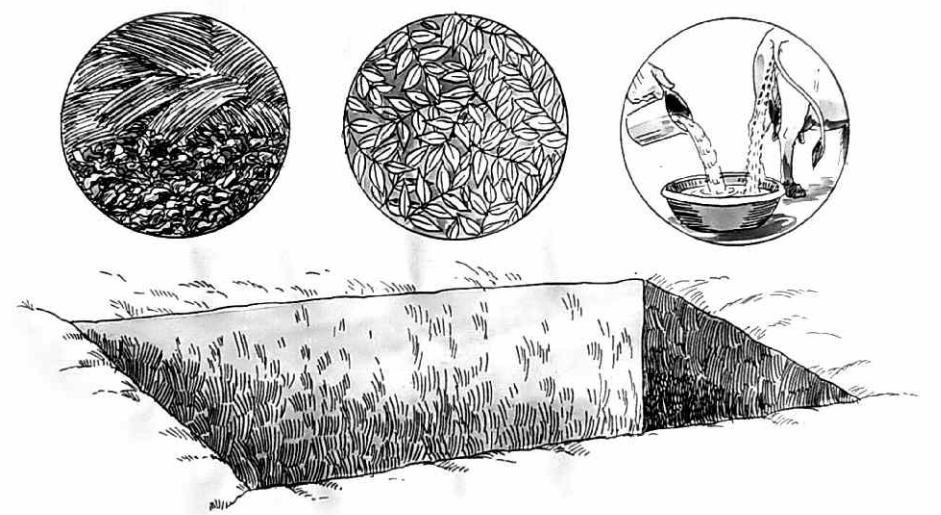

একটি ৩.৬ মিটার লম্বা ১.৫ মিটার চওড়া ও ৯ মিটার গভীর জায়গায় শুকনো পাতা খড়, কাঁচা পাতা ও গোবর জলের মিশ্রণে সার তৈরি করা হয়। এখান থেকে প্রতি তিনমাসে প্রায় ১ টন সার উৎপাদন করা সম্ভব। এই জায়গা তৈরি করার জন্য ১৮০০০ টাকা খরচ হবে। ১২ থেকে ১৪ টি কাজের দিন তৈরি হবে।

১৯. সবজি নার্সারি (অ্যাকটিভিটি কোড - ১৭৫)

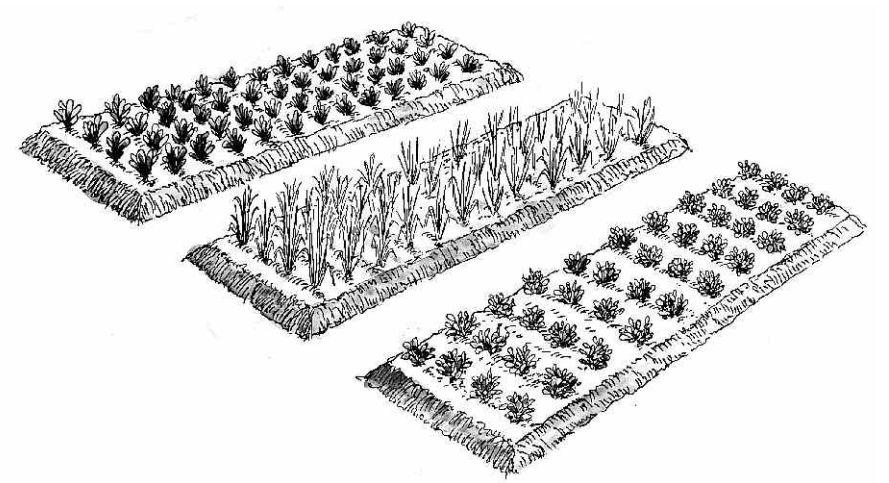

নানা সময় সারা বছর ধরে সবজির চারা করার জন্য ১ মিটার চওড়া আর ২ থেকে ১০ মিটার লম্বা অবধি বেড তৈরি করা যায়। একটি মরশুমে ৭দিন কাজের দিন সৃষ্টি করা যায় – সব মিলিয়ে বেড পিছু খরচ ৪০০০ টাকা মত।

২০. মিশ্র ফলের গাছের বাগান (অ্যাকটিভিটি কোড - ১২৭)

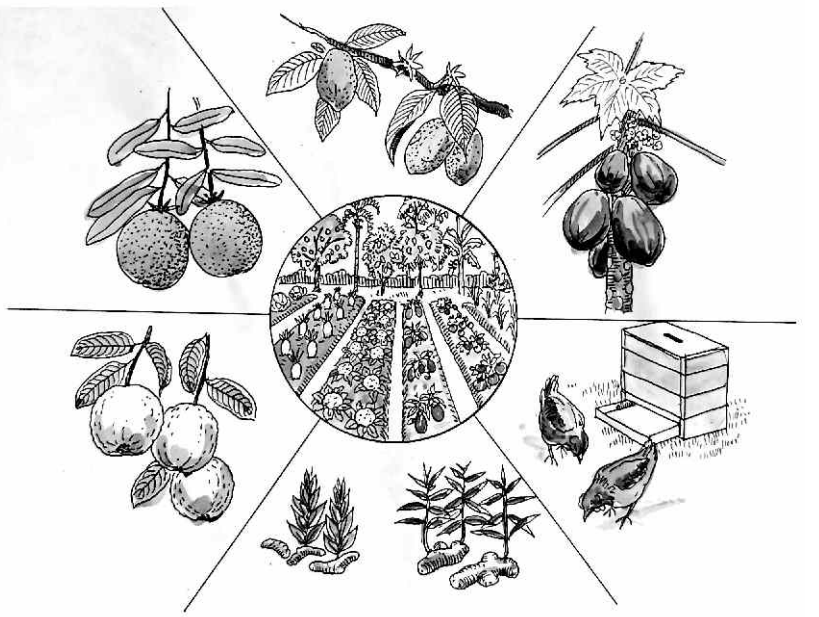

বাড়ির পিছনে জায়গা থাকলে সারাবছর ফল পাওয়ার জন্য পেয়ারা, সবেদা, লেবু, পেঁপে ইত্যাদি গাছের বাগান করা যায়। তার সাথে গাছ বড় না হওয়া অবধি মরশুমি ফসল ও গাছ বড় হয়ে গেলে আদা, হলুদ করা যায়। এই বাগানে মুরগি চরতে পারে, পাশাপাশি মৌমাছির বাক্সও বসানো যায়। ২ কাঠা বাগানের জন্য গাছের চারা, মাটি সার ইত্যাদির জন্য ১০৪০০ টাকা খরচ ও ১৪৫ দিনের কাজ সৃষ্টি হতে পারে।

২১. ভেষজ বাগান

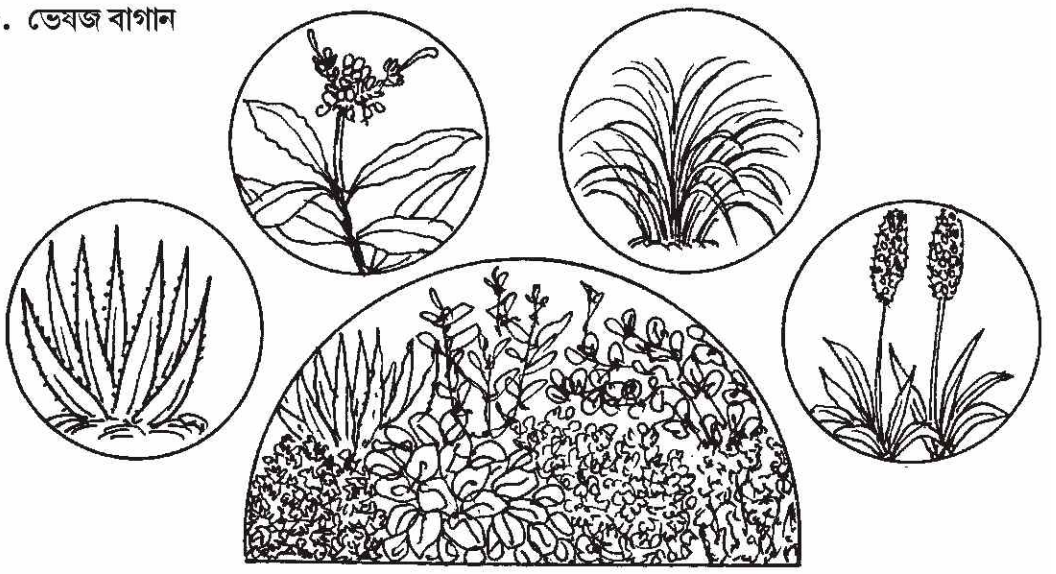

সর্পগন্ধা, ঘৃতকুমারী, লেমনগ্রাস, ইসবগুল ইত্যাদির জন্য ভেষজ বাগান সুন্দরবনে লাভদায়ী। এইরকম ২ কাঠা বাগানে গাছের চারা মাটি সার ইত্যাদির জন্য ১০০০০ টাকা প্রাথমিক খরচ হতে পারে।

২২. অ্যাজোলা (অ্যাকটিভিটি কোড - ২৪৩)

হাঁস, গরু, মুরগি, ছাগলের খাদ্য ছাড়াও মাটিতে খাবার যোগানের ব্যাপারে অ্যাজোলা খুব গুরুত্বপূর্ণ । মাটিতে ২ মিটার লম্বা, ২ মিটার চওড়া, ২ মিটার গভীর গর্তে কালো মোটা প্লাস্টিকের ছোট ডোবায় অ্যাজোলা চাষ করা সম্ভব, বা এর জন্য সিমেন্টের জায়গাও বানিয়ে নেওয়া যায়। এরকম একটি জায়গার জন্য ২০০০ টাকা খরচ যার মধ্যে ১৫ টি কাজের দিন। ১০-১৫ দিন পর থেকে একটি ডোবা থেকে দিনে ৫০০ অ্যাজোলা সংগ্রহ করা যায়।

উৎপাদনের পরের কাজ

২৩. বীজ ভান্ডার

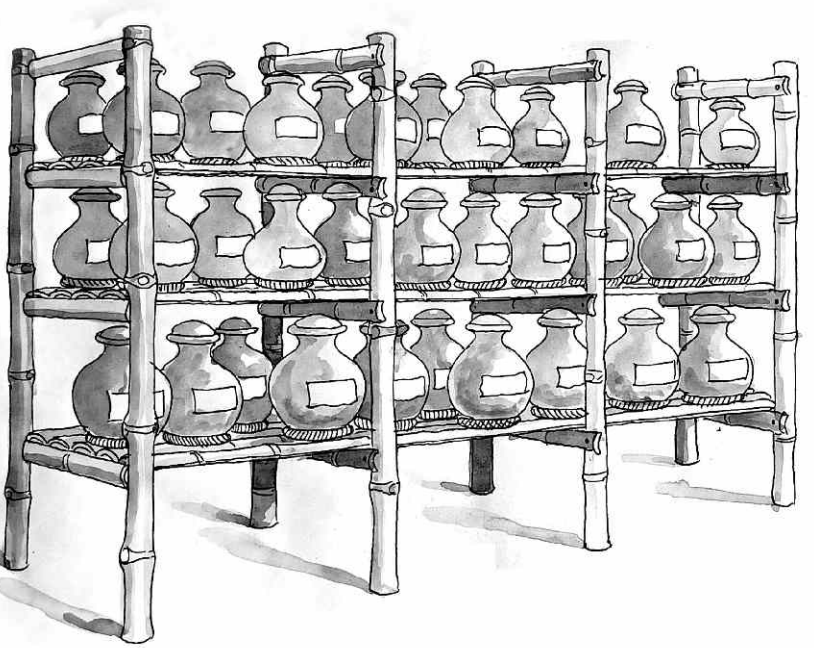

দেশি বীজ সংগ্রহ ও বিনিময় সুন্দরবন অঞ্চলের জন্য বিশেষ জরুরি, কারণ ওতে স্থানীয় অঞ্চলের উপযোগী চাষ ব্যবস্থা গড়ে তোলা যায়। কৃষক নিজের বাড়িতে ব্যবহারের জন্য বীজ রাখতে পারেন, তবে একটি কৃষক দলে সবজি ও ধানের বীজের ভান্ডার গড়ে তুলতে বাঁশের কাঠামো, মাটির ঘড়া ও অন্যান্য সামগ্রী বাবদ ৫০ জন কৃষকের জন্য ১৫০০০০ টাকা খরচ হতে পারে।

২৪. বিদ্যুৎবিহীন ফ্রিজ

সবজি বাজারে নিয়ে যেতে দেরি হলে বা ফেরত নিয়ে আসতে হলে সবজি পচে নষ্ট হয়ে যায় বা ওজন কমে লোকশান হয়। ৮০০০ টাকা খরচে মাঝখানে বালি দেওয়া দু দেওয়াল ও বালিতে ফোঁটা ফোঁটা জল দেওয়ার ব্যবস্থা করলে ৬০ থেকে ৮০ কেজি সবজি ২-৩ দিন কোন রকম বদল ছাড়া রাখা যাবে। এর জন্য খরচ ৫-৬০০০ টাকা।

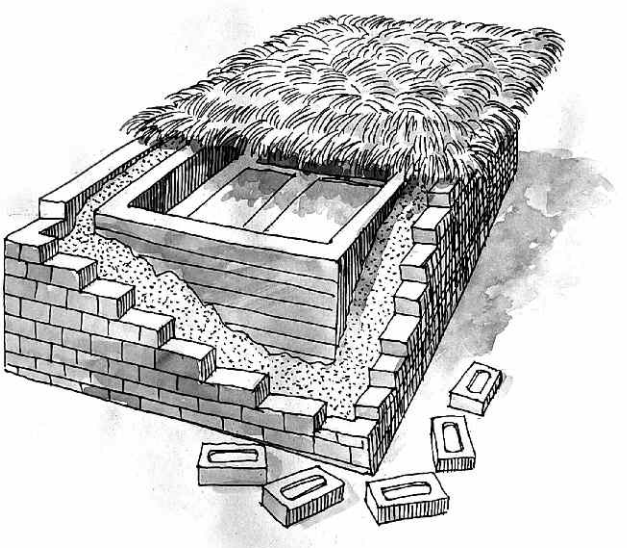

লেখার পাতা

লেখার পাতা

লেখার পাতা

german cooperation
DEUTSCHE ZUSAMMENARBEIT

welt hunger hilfe
For a world without hunger

PRASARI

DRCSC